৭

ভোগ অপেক্ষক

Consumption Function

অর্থনেতিক বিশ্লেষণে ভোগ অপেক্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। একটি দেশের সামগ্রিক চাহিদার গতি প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে হলে অবশ্যই সে দেশের ভোগ অপেক্ষক সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এ ইউনিটে বিভিন্ন পাঠে ভোগ অপেক্ষকের সংজ্ঞা, নির্ধারকসমূহ, তত্ত্বসমূহ আলোচিত হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে :

❖ পাঠ-১ :**ভোগ অপেক্ষক : ব্যক্তি ও সামগ্রিক**

❖ পাঠ-২ :**ভোগ অপেক্ষকের নির্ধারকসমূহ**

❖ পাঠ-৩ : **কেইন্‌সীয় ভোগতত্ত্ব : পরম আয় উপসিদ্ধান্ত**

❖ পাঠ-৪ :**জীবনচক্র উপসিদ্ধান্ত**

❖ পাঠ-৫ :**স্থায়ী আয় উপসিদ্ধান্ত**

পাঠ-১

ভোগ অপেক্ষক : ব্যক্তিক ও সামগ্রিক

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- ভোগ অপেক্ষকের ধারণা
- গড় ভোগ প্রবণতা
- প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা ও তাৎপর্য
- গড় সঞ্চয় প্রবণতা
- প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা

কোনো দ্রব্যের অভাব বোধ করলে উপযোগ সৃষ্টি হয়। ব্যক্তির সামর্থ্য এবং অর্থ ব্যয় করার মানসিকতা দ্বারা সমর্থিত উপযোগকে চাহিদা বলে। কোনো পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি হলে ব্যক্তি দ্রব্যটি ক্রয় করে। এরপর ঐ দ্রব্য ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপযোগ নিঃশেষ করাই হলো ভোগ। সহজ কথায় বলা যায়, একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দ্রব্য বা সেবা ব্যবহারের মাধ্যমে যখন তার চলতি উপযোগ নিঃশেষ হয় তখন তাকে ভোগ বলা হয়। সামস্টিক অর্থনীতিতে এক বছরের ভোগ ব্যয়কে ভোগ ব্যয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এক বছরের অস্থায়ী দ্রব্যের (Non-Durable goods) জন্য ব্যয় এবং স্থায়ী দ্রব্যের (Durable goods) জীবন কালের যে অংশ ব্যবহৃত হয় তার জন্য ব্যয় ভোগ ব্যয়ের সংজ্ঞায় পড়বে। একটি ওয়াশিং মেশিন, পারিবারিক কম্পিউটার যদি ১০ বছরের স্থায়ী হয় তাহলে এক বছরে মোট মূল্যের $\frac{১}{১০}$ অংশ ভোগ ব্যয়ের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে। এছাড়া স্থায়ী দ্রব্যের পরিচালনা খরচ, মেরামত খরচও ভোগের সংজ্ঞায় পড়বে।

ভোগ অপেক্ষক (Consumption Function)

ভোগ অপেক্ষক ধারণাটি সর্ব প্রথম কেইন্‌সের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৩৬ সালে কেইন্‌স ভোগ অপেক্ষকের মাধ্যমে আয়ের সাথে ভোগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন। অর্থাৎ আয়ের সাথে ভোগ ব্যয়ের যে সম্পর্ক তা যখন গাণিতিক প্রক্রিয়ায় প্রকাশ করা হয় তখন তাকে ভোগ অপেক্ষক বলে।

$C=f(y)$ ..... ।
যেখানে C হলো ভোগ, Y হলো আয় এবং f হলো অপেক্ষক।

অর্থাৎ সামগ্রিক আয়ের সাথে সামগ্রিক ভোগের যে সম্পর্ক তার গাণিতিক প্রকাশই হলো ভোগ অপেক্ষক। কেইন্‌সের ভোগ অপেক্ষকে C হলো প্রকৃত ভোগ ব্যয়($\frac{C}{p}$) এবংyহলো প্রকৃত আয় ($\frac{y}{p}$)। অনেক অর্থনীতিবিদই প্রকৃত ব্যয়যোগ্য আয়কে ($\frac{Y_d}{p}$) আয় হিসেবে চিহ্নিত করেন।

কেইন্‌সের ভোগ অপেক্ষকে Cহল প্রকৃত ভোগ ব্যয় (C/p) এবংy হল প্রকৃত আয় (y/p)।

ভোগ অপেক্ষক ধারণাটি কেইন্‌সের আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। Kuznets গবেষণামূলকভাবে স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি ভোগ অপেক্ষক তৈরি করেন। যার ভিত্তিতে আরো কিছু ভোগ অপেক্ষক তৈরি হয়। এর মধ্যে জেম্‌স ডুসেনবেরি ১৯৪৯ সালে আপেক্ষিক আয় উপসিদ্ধান্ত প্রদান করেন। যার মূল কথা হল ভোগ শুধু বর্তমান আয়ের উপরই নির্ভর করে না অতীতের সমৃদ্ধিকালীন আয়ের উপরও

নির্ভর করে। এরপর মিল্টন ফ্রিডম্যান স্থায়ী আয় উপসিদ্ধান্ত প্রদান করেন, যেখানে ব্যক্তির ভোগ পুরোপুরি স্থায়ী আয়ের উপর নির্ভরশীল। ভোগ অপেক্ষকের উন্নয়নে এগিয়ে আসেন অ্যান্ডো মডিগ্লিয়ানি। তাদের মতে জীবন, কালের শ্রম, আয় এবং সম্পত্তি আয়ের উপর ভোগ নির্ভরশীল। বাস্তবে ভোগ নির্ভর করে আয় (Y), দাম (P), অর্থের যোগান (M), সমৃদ্ধিকালীন আয় (Yp), সুদের হার (r), সম্পদ (w), কর/ভর্তুকি (T/S), রুচি, পছন্দ, অভ্যাস (U)-এর উপর। তাই ভোগ অপেক্ষক নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা হয়।

বাস্তবে ভোগ নির্ভর করে আয় (Y), দাম (P), অর্থের যোগান (M), সমৃদ্ধিকালীন আয় (Yp), সুদের হার (r), সম্পদ (f), কর/ভর্তুকি (T/S), রুচি, পছন্দ, অভ্যাস (U)-এর ওপর।

$C=f(Y,P,Yp,M,r,w,T/s,U)$

সহজভাবে ভোগ অপেক্ষক হল-

$C=f(y)$এখানে অন্যান্য চলকসমূহ স্থির থাকে।

$C=f(y)$ভোগ অপেক্ষকটি কেইন্‌সের মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক বিধির সাথে সম্পর্কিত। কেইন্‌সের মতে, গড়ভাবে মানুষ এমন একটি নিয়ম দ্বারা পরিচালিত যেখানে আয় বাড়লে ভোগ বাড়বে কিন্তু আয় যে হারে বাড়ে ভোগ সেই হারে বাড়ে না। কেইন্‌সের মনস্তাত্ত্বিক বিধি অনুসারে যদি ভোগ রেখা অঙ্কন করা হয় তাহলে ভোগ রেখা মূল বিন্দুর উপর লম্ব অক্ষ থেকে উত্থিত হবে এবং ৪৫° রেখার চেয়ে কম ঢালযুক্ত হবে।

কেইন্‌সের মনস্তাত্ত্বিক বিধি অনুসারে যদি ভোগ রেখা অঙ্কন করা হয় তাহলে ভোগ রেখা মূল বিন্দুর ওপর লম্ব অক্ষ থেকে উত্থিত হবে এবং ৪৫° রেখার চেয়ে কম ঢালযুক্ত হবে।

৭.১ নং চিত্রে ভূমি অক্ষে আয় ও লম্ব অক্ষে ভোগ বিবেচ্য। আয় শূন্য অবস্থায় ভোগ হলো oa পরিমাণ, oy_0 আয়ে Y=Cশর্তে পালিত হয়। E বিন্দু হলো Break Even point, E বিন্দুর পূর্ব পর্যন্তC>Yএবং E বিন্দুর পরে C<Yশর্ত পালিত হয়।

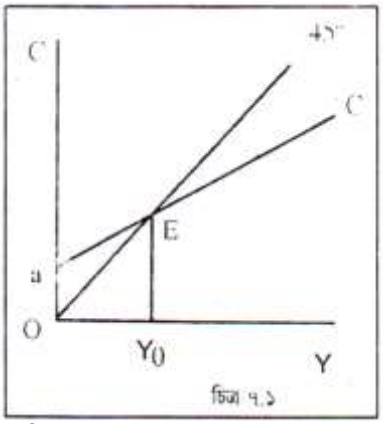

চিত্র ৭.১

আয়ের সাথে ভোগের এই সম্পর্ককে আমরা ভোগ সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করাতে পারি। $c=a+by$যেখানে a হলো ভোগ অপেক্ষকের ছেদক,b হলো ভোগ অপেক্ষকের ঢাল। স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক বক্র রৈখিক হতে পারে তবে ঢাল (b) একের চেয়ে কম হবে এবং শূন্যের চাইতে বেশি হবে। [চিত্র ৭.২] যা কেইন্‌সের মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক বিধির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক বক্র রৈখিক হতে পারে তবে ঢাল (b) একের চেয়ে কম হবে এবং শূন্যের চাইতে বেশি হবে।

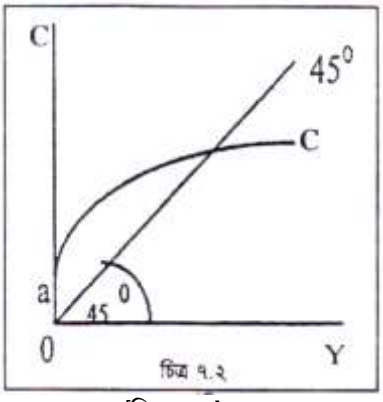

চিত্র ৭.২

Kuznets দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক তৈরি করেন, যা মূল বিন্দু থেকে উত্থিত হয় এবং ৪৫^0 রেখার চেয়ে কম ঢালযুক্ত হয়ে থাকে। [চিত্র ৭.৩]

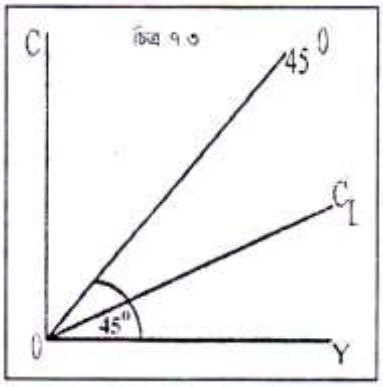

ডুজেনবেরি স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ভোগ অপেক্ষকের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করেন। তার মতে, স্বল্পমেয়াদি ভোগ অপেক্ষক ব্যক্তির বর্তমান আয় এবং অতীত সমৃদ্ধিকালীন আয়ের উপর নির্ভর করে।

$C=f(Y_t/Y)$যেখানে C= ভোগ, f=অপেক্ষক,y_t বর্তমান ব্যয়যোগ্য আয়
এবং Y - সমৃদ্ধিকালীন আয়। এরপরMilton Friedman১৯৫৭ সালে স্থায়ী আয় উপসিদ্ধান্ত প্রদান করেন। যেখানে ভোগ অপেক্ষক স্থায়ী আয়ের (y_p)উপর নির্ভরশীল।
অর্থাৎ $C=f(y_p)$
এরপর জীবনচক্র উপসিদ্ধান্তে জীবন কালের আয়ের সাথে ভোগ অপেক্ষক তৈরি করা হয় যেখানে সম্পদ আয় ও শ্রম আয়ের উপর ভোগ নির্ভর করে।
তাই ভোগ যে সমস্ত চলক দ্বারা প্রভাবিত হয় তার সাথে ভোগের যে সম্পর্ক তা যখন গাণিতিকভাবে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে ভোগ অপেক্ষক বলে।

গড় ভোগ প্রবণতা

মোট ভোগব্যয়কে মোট আয় দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায়, তাকে গড় ভোগ প্রবণতা (Average Propensity to Consume, APC) বলে। অর্থাৎ মোট ভোগ ব্যয় এবং মোট আয়ের আনুপাতিক মানই হলো APC.

মোট ভোগব্যয়কে মোট আয় দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায়, তাকে গড় ভোগ প্রবণতা বলে

C=f(y)হলো একটি ভোগ অপেক্ষক, এই ভোগ অপেক্ষকে-

$\frac{c}{y}$ =মোট ভোগ ব্যয়/মোট ব্যয়যোগ্য আয়=$\frac{f(Y)}{Y}$ =APC

C=a+byহলো একটি ভোগ সমীকরণ, যেখানে $\frac{C}{Y}=\frac{a}{y+b}$হলো APC। C=১০০+০.৭৫y;ভোগ অপেক্ষক থেকে একটি ছক তৈরি করে আমরা সহজেই APCনির্ণয় করতে পারি।

আয় (Y)	ভোগ ব্যয় (C)	C/Y=APC
০	১০০	α
২০০	২৫০	১.২৫
৪০০	৪০০	১.০০
৬০০	৫৫০	০.৯১

ভোগ অপেক্ষক থেকে ছক অঙ্কন করা হয়েছে এবং ছক থেকে ৭.৪ ও ৭.৫ চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। চিত্রে a বিন্দুতে APC=২৫০/২০০=১.২৫বা oa রেখার ঢাল। bবিন্দুতে APC=৪০০/৪০০=১.০০বা ob রেখার ঢাল। অনুরূপভাবে cবিন্দুতে APC=৫৫০/৬০০=০.৯১বা oc রেখার ঢাল।

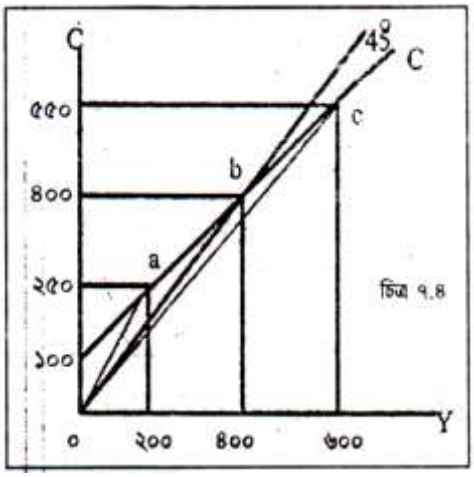

চিত্র ৭.৪

প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা

আয়ের অতি সূক্ষ্ম পরিবর্তনের ফলে ভোগের কতটুকু পরিবর্তন হয় তার অনুপাতই হলো প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা MPC (Marginal propensity to consume)। সহজভাবে :

আয়ের অতি সূক্ষ্ম পরিবর্তনের ফলে ভোগের কতটুকু পরিবর্তন হয় তার অনুপাতই হলMPC।

$$MPC=\frac{\text{ভোগ ব্যয়ের পরিমাণের পরিবর্তন } (\Delta C)}{\text{আয়ের পরিমাণের পরিবর্তন } (\Delta Y)}=\frac{\Delta C}{\Delta Y}$$

C=f(y)-এর ক্ষেত্রে $\frac{\Delta C}{\Delta Y}=\frac{dc}{dy}=f'(y)$হলো MPC।

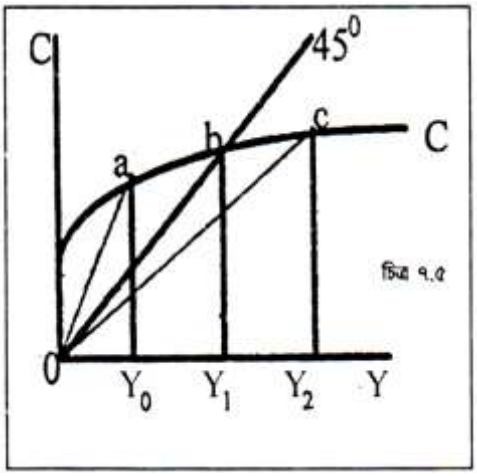

চিত্র ৭.৫

স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক থেকে MPC নির্ণয়:

স্বল্পকালে আয় শূন্য হলেও ভোগ শূন্য হয় না। তাই ভোগ অপেক্ষকে ছেদক থাকবে। যেখানে ভোগ অপেক্ষক হবে-

C=a+by; এক্ষেত্রে $MPC=\frac{dc}{dY}=b$এই সমীকরণের সংখ্যাগত সমীকরণ C=১০০+০.৭৫yভোগ অপেক্ষকে

Y	**C**	$\frac{dC}{dY}$ **=MPC**
০	১০০	--
২০০	২৫০	০.৭৫
৪০০	৪০০	০.৭৫
৬০০	৫৫০	০.৭৫

আয় বাড়লেও MPC স্থির থাকতে পারে। আয় বাড়লে MPC কমতে পারে তবে বাড়তে পারে না।

$\frac{dc}{dy}$=০.৭৫হলো MPC। এই ভোগ অপেক্ষক থেকে যদি ছক তৈরি করা হয় তাহলে চিত্রে $\frac{\Delta C}{\Delta Y}=\frac{dc}{dY}$ হল=MPC। ৭.৬ নং চিত্রে আয় ২০০ টাকা হলে ভোগ ২৫০ টাকা। আয় ২০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা হলে আয় বাড়ে ৪০০-২০০=২০০ টাকা এবং ভোগ ২৫০ থেকে ৪০০ হয় তথা ভোগ বাড়ে ৪০০-২৫০=১৫০। এক্ষেত্রে $\frac{dc}{dy}$=১৫০/২০০=০.৭৫, এরপর আয় ৪০০ টাকা থেকে ৬০০ টাকা হলে ভোগ হবে ৪০০ থেকে ৫৫০। এক্ষেত্রে আয়ের বৃদ্ধি হল ৬০০-৪০০=২০০ এবং ভোগের বৃদ্ধি হলো ৫৫০-৪০০=১৫০; তথা $\frac{dc}{dy}$=১৫০/২০০-০.৭৫। আয় বাড়লেও MPC স্থির থাকতে পারে। আয় বাড়লে MPC কমতে পারে তবে বাড়তে পারে না।

এখানে MPC কমেছে। তবে এটি মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক বিধির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক থেকে MPC নির্ণয় :

দীর্ঘকালে আয় শূন্য হলে ভোগ শূন্য হবে। তাই ভোগ অপেক্ষকে কোনো ছেদক থাকে না।

দীর্ঘকালে আয় শূন্য হলে ভোগ শূন্য হবে। তাই ভোগ অপেক্ষকে কোনো ছেদক থাকে না। যেখানে ভোগ অপেক্ষক হবে C=byএবং $\frac{dc}{dy}$ =b>0এক্ষেত্রে 0<b<1হবে।

Y	C	dc/dy=b
১০০	৭৫	-
২০০	১৫০	০.৭৫
৩০০	২২৫	০.৭৫
৪০০	৩০০	০.৭৫

দীর্ঘকালীন ভোগ সমীকরণকে সংখ্যাগতভাবে প্রকাশ করলে c=০.৭৫yহবে। এই সমীকরণ থেকে ভোগসূচি তৈরি করলে আমরা পাই-

এখানে $\frac{dc}{dy} = \frac{৭৫}{১০০}$ =০.৭৫স্থির থাকে।

গড় সঞ্চয় প্রবণতা

আমরা জানি সঞ্চয় আয়ের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ সঞ্চয় অপেক্ষক হলো S=f(y)যেখানে $\frac{S}{Y} = \frac{f(Y)}{Y}$ =APS। এক্ষেত্রে মোট সঞ্চয়কে মোট আয় দ্বারা ভাগ করে গড় সঞ্চয় প্রবণতা বা APS পাওয়া যায়। সঞ্চয় অপেক্ষক স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন হয়ে থাকে। এ প্রেক্ষিতে স্বল্পকালীন APS ও দীর্ঘকালীন APS নির্ণয় করা যায়।

মোট সঞ্চয়কেমোট আয় দ্বারা ভাগ করে গড় সঞ্চয় প্রবণতা বাAPS পাওয়া যায়।

ক. স্বল্পকালীন APS : স্বল্পকালে আয় শূন্য হলেও ভোগ শূন্য হয় না। ফলে আয় শূন্য অবস্থায় সঞ্চয় হবে ঋণাত্মক। ফলে সঞ্চয় অপেক্ষকের ছেদক হবে ঋণাত্মক। এবং আয় বাড়লে সঞ্চয় বাড়ে বলে স্বল্পকালীন সঞ্চয় সমীকরণ S=-a+dyযেখানে d হল সঞ্চয় রেখার ঢাল। সুতরাং APS=$\frac{s}{y} = \frac{a}{y}$+d ।

খ. দীর্ঘকালীন APS : দীর্ঘকালে আয় বাড়লে ভোগ বাড়ে, তবে আয় ও ভোগ সমানুপাতিক। ফলে ভোগ রেখায় কোনো ছেদক (Intercept) থাকে না। তাই দীর্ঘকালীন সঞ্চয় রেখা মূল বিন্দু থেকে উত্থিত হয় এবং ঊর্ধ্বগামী হয়। যেখানে c=byবাy-c=s=y-by=(1-b)y=dyসমীকরণ তৈরি হবে। যেখানে 1-b=d,

$\therefore$ APS=$\frac{s}{y} = \frac{dy}{y}$=d, এক্ষেত্রে APS স্থির থাকে।

দীর্ঘকালে আয় বাড়লে ভোগ বাড়ে তবে আয় ও ভোগ সমানুপাতিক। ফলে ভোগ রেখায় কোনো ছেদক (Intercept) থাকে না।

প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা (Marginal propensity to save) :

আয়ের পরিবর্তনের ফলে সঞ্চয়ের যে পরিবর্তন হয় তার অনুপাতকে প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা বলে।

$$MPS = \frac{\text{সঞ্চয়ের পরিবর্তন} \quad (\Delta S)}{\text{আয়ের পরিবর্তন} \quad (\Delta Y)}$$

ক. স্বল্পকালীন MPS : সঞ্চয় অপেক্ষক s=-a+dy-এর ঢাল $\frac{ds}{dy}$=dহলো স্থির তথা MPS স্থির থাকে। সঞ্চয় রেখা বাঁকা হলে MPSবাড়তে পারে তবে MPS কখনো কমে না, এর মূল কারণ ভোগের মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক বিধি। সঞ্চয় রেখা সরল অবস্থায় সর্বত্র $\frac{\Delta s}{\Delta y}$স্থির থাকে। আয় বাড়ার সাথে সাথে সঞ্চয় বাড়ে, ফলে $\frac{\Delta s}{\Delta y}$বা MPS ক্রমেই বাড়ে।

খ. দীর্ঘকালীন MPS:

দীর্ঘকালীন ভোগ রেখার ছেদক থাকে না তাই সঞ্চয় রেখা মূল বিন্দু থেকে উত্থিত হবে এবং ঊর্ধ্বগামী হয়। যেখানে $\frac{\Delta s}{\Delta y}$সব সময় স্থির থাকে।

ভোগ অপেক্ষক ও সঞ্চয় অপেক্ষকের সম্পর্ক

(ক) ভোগ অপেক্ষক থেকে সঞ্চয় অপেক্ষক প্রাপ্তি :

আমরা জানি মোট আয় থেকে ভোগ বাদ দিলে সঞ্চয় পাওয়া যায়। ভোগ আয়ের সাথে সম্পর্কিত বলে সঞ্চয় আয়ের সাথে সম্পর্কিত। যেখানে কেইন্‌সের মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক বিধির ভূমিকা রয়েছে। এই বিধি অনুসারে মানুষের আয় বাড়লে ভোগ বাড়ে। ফলে আয় বাড়লে সঞ্চয় বাড়ে; তবে আয় যে হারে বাড়ে সঞ্চয় তারচেয়ে বেশি হারে বাড়ে।

C=C(y)হলেS=y-C(y) $\therefore$ S=S(y)

অর্থাৎ ভোগ অপেক্ষক থেকে সঞ্চয় অপেক্ষক পেতে হলে আয় থেকে ভোগ বাদ দিতে হবে। প্রতিটি আয় স্তরের আয় থেকে প্রতিটি আয় স্তরের ভোগ বাদ দিয়ে সঞ্চয় অপেক্ষক পাওয়া যায়।

(খ) MPC+MPS=1

আয়ের পরিবর্তনের ফলে ভোগের যে পরিবর্তন হয় তার অনুপাতই হল MPCতথা MPC=$\frac{\Delta C}{\Delta Y}$অন্যদিকে আয়ের পরিবর্তনের ফলে সঞ্চয়ের যে পরিবর্তন হয় তার অনুপাতই হল MPS। তথা MPS=$\frac{\Delta S}{\Delta Y}$

আমরা জানি,

$Y=C+S$

$\therefore \Delta Y=\Delta C+\Delta S$ [Differential নিয়ে]

$\frac{\Delta Y}{\Delta Y}=\frac{\Delta C}{\Delta Y}+\frac{\Delta S}{\Delta Y}$ [Δ দ্বারা ভাগ করে]

$\therefore 1=MPC+MPS$ [প্রমাণিত]

ভোগ সমীকরণ থেকে প্রমাণ :

$C=a+by \quad \therefore \frac{dc}{dy}=b$

$S=y-c=-a+(1-b)y \quad \therefore \frac{ds}{dy}=1-b$

$\therefore \frac{dc}{dy}+\frac{ds}{dy}=MPC+MPS=b+1-b=1$

[প্রমাণিত]

(গ) APC+APS=1

আমরা জানি APC=$\frac{C}{Y}$ এবং APS=$\frac{S}{Y}$

সূত্রানুসারে $Y=C+S \quad \frac{Y}{Y}=\frac{C}{Y}+\frac{S}{Y} \quad \therefore 1=APC+APS$ (প্রমাণিত)

সমীকরণ থেকে $C=a+by \quad \frac{C}{Y}=\frac{a}{y+b}$

$S=a+(1-b)y \quad \frac{S}{Y}=\frac{-a}{y+(1-b)}$

$\therefore \frac{C}{Y}+\frac{S}{Y}=\frac{a}{y}+\frac{b-a}{y}+(1-b)=1$(প্রমাণিত)

(ঘ) APS & MPSসম্পর্ক :

আমরা জানি আয় বাড়লে ভোগ বাড়ে, কিন্তু আয় যে হারে বাড়ে ভোগ তারচেয়ে কম হারে বাড়ে। ফলে APC আস্তে আস্তে কমে তবে APC>MPCহয়। ফলে আয় বাড়লে APS বাড়ে এবং APS<MPSহয়।

আমরা জানি, $S=-a+(1-b)y \quad \therefore \frac{dS}{dY}=1-b \quad \frac{S}{Y}=-\frac{a}{Y}+(1-b)$

$\therefore \frac{1-b>-a}{y+1-b}$ তাই MPS>APS

MPS স্থির থাকে কিন্তু APS বাড়ে

যেমন $\frac{d(MPS)}{dY}=\frac{d(1-b)}{dy}=0$ (MPS স্থির)

$\frac{d(APS)}{dY}=\frac{d}{dY}\left[\frac{-a}{y+(1-b)}\right]=\frac{a}{Y^2}>0$ (APSবাড়ে)

অন্যদিকে অসরলরৈখিক সঞ্চয় অপেক্ষকে APS বাড়ে MPSও বাড়ে। তবে MPS রেখা APS-এর উপর অবস্থান করে।

(ঙ) দীর্ঘকালে APS এবং MPS-এর সম্পর্ক : দীর্ঘকালে APC=MPCহয় বলে APS=MPSহবে। দীর্ঘকালে ভোগ রেখা মূল বিন্দু হতে উত্থিত হয়। যেখানে ভোগ রেখার কোনো Intercept নেই। ফলে সঞ্চয় রেখা মূল বিন্দু থেকে উত্থিত হয় এবং কোনো Intercept থাকে না। S=(1-b)yহলে $\frac{dS}{dY}$ =1-bএবং $\frac{S}{Y}$ =(1-b)হবে, ফলে APS=MPSহবে।

(চ) MPS এবং APS-এর মান : আমরা জানি 0<MPC<1তাই 0<MPS<1হবেই। অন্যদিকে APC সবসময় ধনাত্মক তাই আয় শূন্য অবস্থায় বা Break Even-এর নিচে অবস্থায় APC>1বলে APS<0হয় তথা ঋণাত্মক। তাই MPC ধনাত্বক একের চেয়ে ছোট হলেও ঋণাত্মক বা ধনাত্মক হতে পারে। তবে APS>1হবে না।

MPC (প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা)-এর তাৎপর্য

কেইন্‌সেরMPC-এর ধারণাটি অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অতিরিক্ত এক একক আয় বৃদ্ধির ফলে যে পরিমাণ ভোগ বৃদ্ধি ঘটে তার অনুপাত হল MPC। অতএব আয় বৃদ্ধি ও ভোগ বৃদ্ধির ব্যবধান হল সঞ্চয় বৃদ্ধি। কেইন্‌সের এই MPC ধারণাটি অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে সাহায্য করে। নিম্নেকেইন্‌সের ভোগ অপেক্ষকের গুরুত্বসমূহ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হল-

১. জাতীয় আয়-এMPC-এর গুরুত্ব

কেইন্‌স জাতীয় আয়ের পরিবর্তন ব্যাখ্যায় গুণক ধারণা ব্যবহার করেন। গুণকের মাধ্যমে এক একক বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে যে পরিমাণ আয়ের বৃদ্ধি ঘটে তার অনুপাত হল গুণকের মান। গুণকের মান গাণিতিক প্রক্রিয়ায় হলে k=1/(1-MPC)| এই সূত্র থেকে লক্ষণীয় যে MPC-এর উপরই k-এর মান নির্ভর করে। আমরা জানি 0<MPC<1অর্থাৎ MPCশূন্যও হবে না, একও হবে না। অতএব k>1হবে কারণ MPC>0। অন্যদিকে MPC<1 হওয়ায় k<αহয়। MPC-এর মান বেশি হলে k-এর মানও বেশি হবে। অতএব জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি কতটুকু হবে তা নির্ভর করে k-এর মানের উপর।

২. অপূর্ণ নিয়োগের কারণ ব্যাখ্যায় MPC-এর গুরুত্ব

ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ যে পূর্ণ নিয়োগের সংজ্ঞা দিয়েছেন কেইন্‌স তাকে অপূর্ণ নিয়োগ বলে চিহ্নিত করেন। এই অপূর্ণ নিয়োগের অন্যতম কারণ হলো MPC<1। যখন কোনো অর্থনীতিতে আয় বাড়ে তখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আয়ের এক অংশ সঞ্চয় হয়। সঞ্চয় হওয়ার কারণে সমাজে সামগ্রিক চাহিদা কমে যায়। সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পেলে বিনিয়োগকারীগণ বেশি বিনিয়োগে উৎসাহী হয় না। MEC হ্রাস পায়। পূর্ণ নিয়োগের জন্য যে পরিমাণ বিনিয়োগ হওয়ার দরকার তা হওয়ার পথে সঞ্চয় প্রবণতা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, ফলে অপূর্ণ নিয়োগ থেকে যায়।

পূর্ণ নিয়োগের জন্য যে পরিমাণ বিনিয়োগ হওয়ার দরকার তা হওয়ার পথে সঞ্চয় প্রবণতা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, ফলে অপূর্ণ নিয়োগ থেকে যায়।

৩. আয় ও নিয়োগ বৃদ্ধির নীতি বাস্তবায়নে MPC-এর গুরুত্ব

কেইন্‌সীয় অর্থনীতিবিদগণ স্বাভাবিক অবস্থায় আর্থিক নীতি গ্রহণ করা যায় বলে মত দেন। আর্থিক নীতির সফলতা নির্ভর করে MPC-এর উপর। কেইন্‌সীয় ভোগ অপেক্ষকের ঢাল MPC দ্বারা IS রেখার ঢাল প্রভাবিত হয়। ভোগ রেখার ঢাল বেশি হলে IS রেখার ঢাল কম হবে। এ অবস্থায় সুদের হার কমলে জাতীয় আয় বাড়বে, অন্যদিকে ভোগ রেখার ঢাল কম হলে IS রেখার ঢাল বেশি খাড়া হবে। এ অবস্থায় সুদের হার কমলে জাতীয় আয় কম বাড়বে।

৪. ভোগ অপেক্ষক ও সঞ্চয় অপেক্ষকের সম্পর্ক :

MPC+MPS=1এই শর্ত সাপেক্ষে যদি কোনো অর্থনীতির MPC জানা থাকে তবে সহজেই সঞ্চয় রেখার ঢাল জানা যায়। আর সঞ্চয় রেখার ঢাল জানা থাকলে সঞ্চয় রেখা অঙ্কনও সহজ হয়ে যায়।

৫. অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্ধারক MPC

কোনো দেশ উন্নত না অনুন্নত তা ঐ দেশের MPC দেখে জানা যায়। সাধারণত উন্নয়নশীল দেশ বা অনুন্নত দেশে জনগণের বর্ধিত আয়ের বেশির ভাগই ভোগ হয়ে যায়। তাই এসব দেশে MPC বেশি থাকে। অন্যদিকে উন্নত দেশে জনগণের আয় অনেক বেশি থাকে বলে MPC থাকে কম। তাই MPC-এর মান দেখে অর্থনীতি উন্নত না অনুন্নত তা অনুমান করা যায়।

৬. বাণিজ্যচক্র ব্যাখ্যায় MPC-এর গুরুত্ব :

সঞ্চয়ের চেয়ে বিনিয়োগ বেশি হলে সমৃদ্ধি অবিরামভাবে চলে না। কারণ আয় দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও ভোগ দ্রুত বৃদ্ধি পায় না বলে সমৃদ্ধিও চূড়ান্ত আকারে প্রকাশ পায় না। তাই বাণিজ্যচক্র ব্যাখ্যায় MPC গুরুত্ব রাখে।

অর্থনীতিতে আয় ও বিনিয়োগের উত্থান-পতন একটি স্বাভাবিক ঘটনা। যখন আয় ও নিয়োগ বাড়া শুরু করে এবং মূল্যস্তর বাড়ে, তখন অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি আসে। আবার বিপরীত অবস্থায় মন্দা নেমে আসে। MPC<1হওয়ার কারণে বর্ধিত আয়ের এক অংশ সঞ্চয় হয়। সঞ্চিত অর্থ সমপরিমাণে যদি বিনিয়োগ হয় তাহলে অর্থনীতিতে ভারসাম্য থাকবে। সঞ্চয়ের চেয়ে বিনিয়োগ কম হলে সামগ্রিক চাহিদা কমে যাবে এবং আস্তে আস্তে মন্দা নেমে আসবে। সঞ্চয়ের চেয়ে বিনিয়োগ বেশি হলে সমৃদ্ধি অবিরামভাবে চলে না। কারণ আয় দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও ভোগ দ্রুত বৃদ্ধি পায় না বলে সমৃদ্ধিও চূড়ান্ত আকারে প্রকাশ পায় না। তাই বাণিজ্যচক্র ব্যাখ্যায় MPC গুরুত্ব রাখে।

৭. MPC-এর মান অবশ্যই 0<MPC<1

MPC-এর মান 0<MPC<1। কারণ কেইন্‌সের মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক বিধি অনুসারে আয় বাড়লে ভোগ বাড়ে অর্থাৎ dc/dy>0হবে। বা ভোগরেখা হবে ঊর্ধ্বগামী। অন্যদিকে আয় যে হারে বাড়ে ভোগ তারচেয়ে কম হারে বাড়ে বলে MPC<1হবে। বা $\Delta C/\Delta Y<1$বা $\Delta C<\Delta Y$হবে। অর্থাৎ ভোগ রেখার ঢাল ৪৫° রেখার চেয়ে কম হবে।

সারসংক্ষেপ

বাস্তবে ভোগ নির্ভর করে আয়, দাম, অর্থের যোগান, সমৃদ্ধিকালীন আয়, সুদের হার, সম্পদ, কর/ভর্তুকি, রুচি, পছন্দ, অভ্যাস -এর ওপর। কেইন্‌সের মনস্তাত্ত্বিক বিধি অনুসারে যদি ভোগ রেখা অঙ্কন করা হয় তাহলে ভোগ রেখা মূল বিন্দুর ওপর লম্ব অক্ষ থেকে উত্থিত হবে এবং ৪৫° রেখার চেয়ে কম ঢালযুক্ত হবে। আয়ের অতি সূক্ষ্ম পরিবর্তনের ফলে ভোগের কতটুকু পরিবর্তন হয় তার অনুপাত হলো প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা। পূর্ণ নিয়োগের জন্য যে পরিমাণ বিনিয়োগ হওয়ার দরকার তা হওয়ার পথে সঞ্চয় প্রবণতা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, ফলে অপূর্ণ নিয়োগ থেকে যায়। সঞ্চয়ের চেয়ে বিনিয়োগ বেশি হলে সমৃদ্ধি অবিরামভাবে চলে না। কারণ আয় দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও ভোগ দ্রুত বৃদ্ধি পায় না বলে সমৃদ্ধিও চূড়ান্ত আকারে প্রকাশ পায় না। তাই বাণিজ্যচক্র ব্যাখ্যায় MPC গুরুত্ব রাখে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

(সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন)

১. ভোগ অপেক্ষকের ঢাল হচ্ছে
   ক.APC
   খ. MPC
   গ. MPS
   ঘ. উপরের কোনোটিই নয়।

২. মূল বিন্দুগামী সরলরৈখিক ভোগ অপেক্ষকের প্রতিটি বিন্দুতে
   ক. MPC>APC
   খ. MPC<APC
   গ. MPC=APC
   ঘ. উপরের কোনোটিই নয়।

৩. মোট ভোগব্যয়কে মোট আয় দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায়, তাকে গড় ভোগ প্রবণতা, (APC) বলে। সত্য/মিথ্যা

৪. স্বল্পকালে আয় শূন্য হলে ভোগ শূন্য হয়। সত্য/মিথ্যা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. গড় ভোগ প্রবণতা কি?

২. প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা বলতে কি বোঝায়?

৩. MPC-এর মান অবশ্যই 0<MPC<1- ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভোগ অপেক্ষক কি? ভোগ অপেক্ষক ও সঞ্চয় অপেক্ষকের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

২. জাতীয় আয়ে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (MPC)-এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।

৩. নিচে একটি আয় ভোগ সম্পর্কে তালিকা দেয়া আছে। এই তালিকা থেকে (ক) MPC, APC, MPS ও APS নির্ণয় করুন। (খ) এই তালিকা থেকে একটি ভোগ সমীকরণ বের করুন। (গ) কোন অবস্থাটিকে Breakeven বিন্দু বলা যায়? সেখানে APCও APS কিরূপ? (ঘ) তালিকা থেকে এমন একটি ভোগ তালিকা তৈরি করুন যেখানে APC=1=MPC? সেক্ষেত্রে MPS ও APS কত?

মোট ব্যবহারযোগ্য আয়	মোট ভোগব্যয়	APC	MPC	সঞ্চয়
২০০০	১৫০০	-	-	-
৩০০০	২০০০	-	-	-
৪০০০	২৫০০	-	-	-
৬০০০	৩০০০	-	-	-
৮০০০	৪০০০	-	-	-
৯০০০	৫০০০	-	-	-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১. খ ২. খ ৩. সত্য ৪. মিথ্যা

পাঠ-২

ভোগ অপেক্ষকের নির্ধারকসমূহ

এই পাঠ থেকে আপনি জানতে পারবেন-

- স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক কি?
- ভোগ অপেক্ষকের নির্ধারকগুলো কি?

স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক

একটি বাণিজ্য চক্রকালে আয়ের সাথে ভোগের সম্পর্ক থেকে যে ভোগ অপেক্ষক পাওয়া যায়, তাকে স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক (Short run consumption function) বলে।

সামষ্টিক অর্থনীতিতে যে সময়ে একটি বাণিজ্য চক্র সৃষ্টি হয় সেই সময়কে স্বল্পকাল বলে। একটি বাণিজ্য চক্রকালে আয়ের সাথে ভোগের সম্পর্ক থেকে যে ভোগ অপেক্ষক পাওয়া যায়, তাকে স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক (Short run consumption function) বলে। এছাড়া Cross-Sectionতথ্য নিয়ে স্বল্পকালীন ভোগ রেখা পাওয়া যায়।

দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক

একাধিক বাণিজ্য চক্রকারে তথা Economic Trend data থেকে ভোগের সম্পর্ক সৃষ্টি করে দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক রেখা পাওয়া যায়।

সামষ্টিক অর্থনীতিতে যে সময়ে একাধিক বাণিজ্য চক্র সৃষ্টি হয় সেই সময়কে দীর্ঘকাল বলে। একাধিক বাণিজ্য চক্রকারে তথা Economic Trend dataথেকে ভোগের সম্পর্ক সৃষ্টি করে দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক রেখা পাওয়া যায়।

স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকে যেসব পার্থক্য রয়েছে তা নিচে আলোচনা করা হল-

ক. ভোগ রেখার পার্থক্য : তথ্য থেকে স্বল্পকালীন ভোগ রেখা অঙ্কন করা যায়। ধরা যাক, উচ্চবিত্তদের আয় OY_2, মধ্যবিত্তদের আয় OY_1 এবং নিম্নবিত্তদের আয় OY_0। ৭.৬ নং চিত্রে OY_0 আয়ে নিম্নবিত্ত ভোগ করে Y_0b পরিমাণ। মধ্যবিত্তের আয় Y_0Y_1 বেশি হলে ভোগ b_1c পরিমাণ বাড়ে যেখানে $Y_0Y_1 > b_1c$। এরপর ধনীদের আয় Y_1Y_2 হলে ভোগ অবশ্যই বাড়বে এবং C_1d পরিমাণ বাড়বে তথা $C_1d < Y_1Y_2$হলে ভোগ হতো। b, c, d বিন্দু যোগ করলে স্বল্পকালীন ভোগ রেখা পাওয়া যায়। যার ছেদক হল oa পরিমাণ। acরেখা স্বল্পকালীন ভোগ রেখা। অন্যদিকে দীর্ঘকালে time series তথ্য থেকে আমরা ভোগ রেখা আঁকতে পারি।

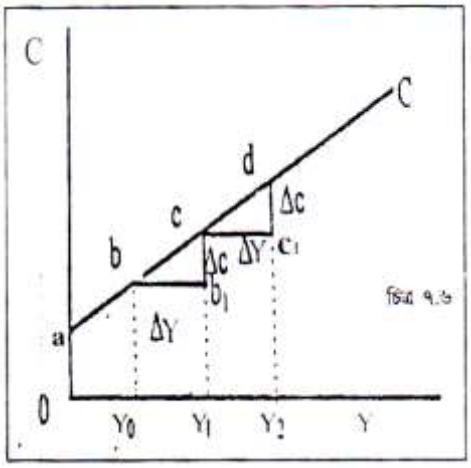

চিত্র ৭.৬

৭.৭ নং চিত্রে 'ক' অংশে সময়ের সাথে আয়ের এবং 'খ' অংশে আয়ের সাথে ভোগের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। 'ক' চিত্রে t_0t_1 সময়ে একটি বাণিজ্য চক্র এবং t_1t_2সময়ে আরো একটি বাণিজ্য চক্র সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম বাণিজ্য চক্রে সমৃদ্ধি অবস্থায় আয় হলো Y_0 এবং মন্দার সময় আয় হল Y_1। 'খ' চিত্রে সমৃদ্ধিকালীন আয় OY_0 তে ভোগ হলো OY_0m পরিমাণ। এরপর মন্দাকালে আয় কমে OY_1হলে ভোগ m বিন্দু থেকে l বিন্দুতে কমে যায়। এখানে আয় যে হারে কমে ভোগ তারচেয়ে কম হারে কমে। ডুজেনবেরির মতে, সমৃদ্ধিকালীন ভোগ স্তরে থাকার জন্য সমাজের সবাই সচেষ্ট থাকবে। তাই আয় কমলে ভোগ কম হারে কমবে। m ও l বিন্দু যোগ করে স্বল্পকালীন ভোগ রেখা CS_1 পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে বাণিজ্য চক্রের স্ফীতি বা মন্দা থেকে স্বল্পকালীন ভোগ রেখা CS_2 পাওয়া যায়। এখানে সমৃদ্ধিকালীন আয় ও ভোগের সম্পর্ক a ও b বিন্দু যোগ করে দীর্ঘকালীন ভোগ রেখা C_L পাওয়া যায়।

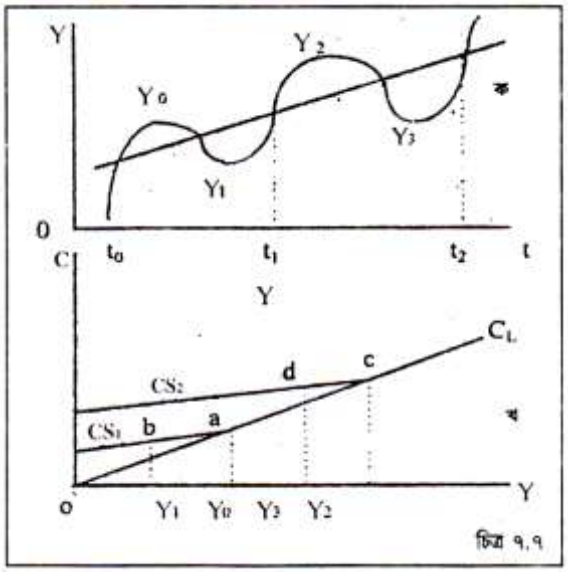

চিত্র ৭.৭

স্বল্পকালীন ভোগ রেখা সরলরৈখিক (হ্রাসমান ঢালযুক্ত) হতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালীন ভোগ রেখা অবশ্যই সরলরৈখিক হবে।

স্বল্পকালীন ভোগ রেখা সরলরৈখিক বা বক্ররৈখিক (হ্রাসমান ঢালযুক্ত) হতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালীন ভোগ রেখা অবশ্যই সরলরৈখিক হবে।

খ. ভোগ ভিত্তিক পার্থক্য : স্বল্পকালীন ভোগ রেখা লম্ব অক্ষে ছেদক নিয়ে উত্থিত হয় এবং দীর্ঘকালীন ভোগ রেখা মূল বিন্দু থেকে উত্থিত হয়। ফলে স্বল্পকালীন MPC-র চেয়ে দীর্ঘকালীন MPC বেশি থাকে।

গ. APC ভিত্তিক পার্থক্য : স্বল্পকালে আয় বাড়লে APC কমে। কিন্তু দীর্ঘকালে APC স্থির থাকে।

ঘ. সময়ের সাথে APC ওMPC: দীর্ঘকালে APC=MPCএবং স্বল্পকালে APC>MPCএবং স্বল্পকালীন ভোগ রেখার ছেদক (Intercept) থাকে। এর ঢাল একের চেয়ে কম। তাইগড় মান যা থাকে প্রান্তিক মান তারচেয়ে কম। স্বল্পকালে APC>MPC।

কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ বলেছেন ভোগ আয়ের সাথে সম্পর্কিত, কেউ বলেছেন ভোগ অতীত আয় ও বর্তমান আয় দ্বারা প্রভাবিত হয়, আবার কেউ বলেছেন ভোগ জীবনকালের আয় অথবা স্থায়ী আয় ও অস্থায়ী আয় দ্বারা প্রভাবিত হবে।

ভোগ অপেক্ষকের নির্ধারকসমূহ

ভোগ অপেক্ষকের নির্ধারক নিয়ে অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্ন বক্তব্য দিয়েছেন। কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ বলেছেন ভোগ আয়ের সাথে সম্পর্কিত, কেউ বলেছেন ভোগ অতীত আয় ও বর্তমান আয় দ্বারা প্রভাবিত হয়, আবার কেউ বলেছেন ভোগ জীবনকালের আয় অথবা স্থায়ী আয় ও অস্থায়ী আয় দ্বারা প্রভাবিত হবে। কারো কারো মতে, ভোগ সম্পদ দ্বারা প্রভাবিত হবে এমনকি অর্থের যোগানও ভোগকে প্রভাবিত করতে পারে। প্রকৃত পক্ষে ভোগ অনেকগুলো উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। নিচে সেগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

১. সুদের হার : ভোগ প্রবণতার অন্যান্য নির্ধারকগুলো অপরিবর্তিত থেকে যদি সুদের হার বৃদ্ধি পায় তাহলে সামগ্রিক ভোগ প্রবণতা বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। যেমন, সুদের হার বেড়ে গেলে বন্ডের আর্থিক মূল্য হ্রাস পায়। এই অবস্থায় বন্ড ধারকদের ভোগ প্রবণতা হ্রাস পায়। আবার সুদের হার বেড়ে গেলে লোকের স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্যের পরিবর্তে বন্ডের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যেতে পারে এবং এক ধরনের সম্পদের পরিবর্তে অন্য আরেক ধরনের সম্পদ ধারণের প্রবণতার পরিবর্তন ঘটে। লোকে স্থায়ী

ভোগ্যদ্রব্যের ভোগ হ্রাস করে বেশি পরিমাণ বন্ড কিনবে যদি সুদের হার বৃদ্ধি পায়। মোট কথা, সুদের হারের বৃদ্ধিতে ভোগ রেখা নিচের দিকে নেমে আসে ও সঞ্চয় রেখা উপরের দিকে উঠে যায়।

২. সম্পদের পরিমাণ : জনগণ নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখলে বা সঞ্চয় প্রবণতা বেশি হলে সরকারি বন্ড থাকলে ভোগ অপেক্ষক প্রভাবিত হতে পারে। সেজন্য কম তরলতা বিশিষ্ট সম্পত্তি যেমন- বন্ড, শেয়ার, বাড়ি ইত্যাদি ভোগ প্রবণতার অন্যতম নির্ধারক। গাড়ি, বাড়ি আছে এমন ব্যক্তি এসব সম্পত্তি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে অর্থ সঞ্চয় করে না। পক্ষান্তরে, উক্ত সম্পত্তির অধিকারী নন এমন ব্যক্তিদেরই সঞ্চয় প্রবণতা বেশি হওয়া স্বাভাবিক। তাই সম্পদের পরিমাণ যত বেশি হবে ভোগ প্রবণতাও তত বেশি হবে। অর্থনীতিবিদ পিগুর (Prof. A. C. Pigou) নামানুসারে একে পিগু প্রভাব (Pigou effect) বলে। পিগুর মতে, লোকের ভোগ প্রবণতা সম্পত্তির প্রকৃত মূল্যের উপর নির্ভর করে। দামস্তর বেড়ে গেলে সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য হ্রাস পায়। ফলস্বরূপ ভোগ প্রবণতাও হ্রাস পায়। আবার, দামস্তর হ্রাস পেলে সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য বৃদ্ধি পায় বলে ভোগ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। দামস্তরে পরিবর্তনের দরুন সম্পত্তির প্রকৃত মূল্যের পরিবর্তনের ফলে ভোগ ব্যয়ের এই পরিবর্তনকে পিগু প্রভাব বলে।

৩. ভোক্তাদের প্রত্যাশা ও দৃষ্টিভঙ্গি : অদূর ভবিষ্যতে যদি ভোক্তার আর্থিক আয় অথবা দেশের সাধারণ মূল্য স্তর বৃদ্ধি পাবে তাহলে তিনি ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি করবেন বলে অনুমান করা যায়। বস্তুত, এই অনুমানটির উপর ভিত্তি করেই অনেক ক্ষেত্রে বাণিজ্যচক্র ও মুদ্রাস্ফীতির ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। যদি মূল্যস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে এই বৃদ্ধির হার ভবিষ্যতেও বৃদ্ধি পাবে বলে আশঙ্কা করা হয়। ফলে ভোক্তারা সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস করে ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করে বলে মোট চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যস্তর পুনরায় বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ভোক্তার গোষ্ঠী মূল্যস্তরের এই ঊর্ধ্বগতি ত্বরান্বিত হবে বলে প্রত্যাশা করে। এই প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলতে থাকে। এই যুক্তিটি বিপরীতভাবেও সত্য।

জনগণের ভোগ চারপাশের পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়, ভোগের এই অনুকরণীয় দিকটিকে ডুজেনবেরি 'প্রদর্শন প্রভাব' বলেন।

৪. প্রদর্শন প্রভাব : কোনো ব্যক্তির ভোগ তার প্রতিবেশীর ভোগস্তরের উপর নির্ভর করে। অধ্যাপক ডুজেনবেরির মতে, জনগণের ভোগ চারপাশের পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়, ভোগের এই অনুকরণীয় দিকটিকে তিনি 'প্রদর্শন প্রভাব' বলেন। তার মতে, ভোগ ব্যয় চূড়ান্ত আয়ের (absolute income) উপর নয়, আপেক্ষিক আয়স্তরের (relative income level) উপর নির্ভর করে।

৫. আয় বন্টনের প্রকৃতি : ধনী ব্যক্তির তুলনায় দরিদ্র ব্যক্তির প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা বেশি। আয় বন্টন যখন দরিদ্র ব্যক্তির অনুকূলে আসে তখন সামগ্রিক ভোগ ব্যয়ের বৃদ্ধি ঘটে। অপরদিকে, যদি আয় বন্টনে অসমতা থাকে তাহলে সমাজের সঞ্চয় প্রবণতাই বেশি হবে। তবে আয় বন্টনের পরিবর্তন ঘটে খুব ধীরে ধীরে। স্বল্পকালে আয় বন্টনে কোনো পরিবর্তন ঘটে না বলে অনুমান করা হয়।

কর হারের পরিবর্তন ঘটিয়েও আবার সমাজের আয় বন্টনের চরিত্রটির পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব।

৬. সরকারি নীতির প্রভাব : সরকারের রাজস্বনীতি সমাজের ভোগ প্রবণতাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে পারে। যেমন- আয়করের হার বৃদ্ধি করানো হলে ব্যয়যোগ্য আয় হ্রাস পায়। একইভাবে বেকার ভাতা, ত্রাণের (খরা, বন্যা) মতো সরকারি হস্তান্তর পাওনা বাদ দিলে ঐসব সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের আয় হ্রাস পায়। এর ফলে ভোগ প্রবণতাও হ্রাস পায়। অনুরূপভাবে, পরোক্ষ করের (যথা, বিক্রয় কর) হার বেড়ে গেলেও ভোগ রেখার নিচের দিকে স্থান পরিবর্তন ঘটে, যেমনটি আয়কর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ঘটে। আবার ভোগ রেখা উপরের দিকে উঠে যায় যদি করের হার হ্রাস এবং হস্তান্তর আয়ের সুযোগের বৃদ্ধি করা হয়। মোট কথা, কর হারের পরিবর্তন ঘটিয়েও আবার সমাজের আয় বন্টনের চরিত্রটির পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব।

সারসংক্ষেপ

একটি বাণিজ্য চক্রকালে আয়ের সাথে ভোগের সম্পর্ক থেকে যে ভোগ অপেক্ষক পাওয়া যায়, তাকে স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক বলে। একাধিক বাণিজ্য চক্রকারে তথা Economic Trend dataথেকে ভোগের সম্পর্ক সৃষ্টি করে দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক রেখা পাওয়া যায়। স্বল্পকালীন ভোগ রেখা সরলরৈখিক বা বক্ররৈখিক (হ্রাসমান ঢালযুক্ত) হতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালীন ভোগ রেখা অবশ্যই সরলরৈখিক হবে। কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ বলেছেন ভোগ আয়ের সাথে সম্পর্কিত, কেউ বলেছেন ভোগ অতীত আয় ও বর্তমান আয় দ্বারা প্রভাবিত হয়, আবার কেউ বলেছেন ভোগ জীবনকালের আয় অথবা স্থায়ী আয় ও অস্থায়ী আয় দ্বারা প্রভাবিত হবে। কর হারের পরিবর্তন ঘটিয়েও আবার সমাজের আয় বন্টনের চরিত্রটির পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

(সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন)

১. দীর্ঘকালীন ভোগ রেখা বক্ররৈখিক হতে পারে।সত্য/মিথ্যা

২. ভোগব্যয়ের প্রধান নির্ধারক হচ্ছে
   ক. বর্তমান ব্যবহারযোগ্য আয়
   খ. আপেক্ষিক আয়
   গ. সুদের হার
   ঘ. উপরের কোনোটিই নয়।

৩. সুদের হার বেড়ে গেলে
   ক. বন্ডের আর্থিক মূল্য বৃদ্ধি পায়
   খ. বন্ডের আর্থিক মূল্য হ্রাস পায়
   গ. বন্ডের আর্থিক মূল্য কখনো হ্রাস পায়, কখনো বৃদ্ধি পায়
   ঘ. বন্ডের আর্থিক মূল্য স্থির থাকে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক কাকে বলে?
২. পিগু প্রভাব কি?
৩. প্রদর্শন প্রভাব বলতে কি বোঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভোগ অপেক্ষকের নির্ধারকসমূহ আলোচনা কর।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১. মিথ্যা ২. ক ৩. খ

পাঠ-৩

কেইন্‌সীয় ভোগতত্ত্ব : পরম আয় উপসিদ্ধান্ত

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- পরম আয় উপসিদ্ধান্ত কি
- পরম আয় উপসিদ্ধান্তের সমালোচনা

ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ ভোগের সাথে সুদের হারের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন, যা অর্থনীতির বাণিজ্যচক্রের কারণ ব্যাখ্যায় ব্যর্থ হয়। মানুষের সাধারণ মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা ক্লাসিক্যাল তত্ত্বে স্থান পায়নি। এর প্রেক্ষিতে J.M. Keynes পরম আয়ের সাথে ভোগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন যা মানুষের সত্যিকার আচরণ তুলে ধরতে সক্ষম। ১৯৩৬ সালে কেইন্‌স'The General Theory of Employment, Interest and Money' গ্রন্থে পরম আয় উপসিদ্ধান্ত (Absolute Income Hypothesis) প্রদান করেন। পরম আয়ের সাথে ভোগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয় বলে এই তত্ত্বটি পরম আয় উপসিদ্ধান্ত নামে পরিচিত।

কেইনসের মতে, গড়ভাবে মানুষ এমন একটি নিয়ম দ্বারা পরিচালিত এবং মানুষের আয় বাড়লে ভোগ বাড়ে কিন্তু আয় যে হারে বাড়ে ভোগ তার চেয়ে কম হারে বাড়ে।

কেইন্‌সের মতে, ভোগ মানুষের পরম আয় বা ব্যয়যোগ্য আয়ের উপর নির্ভরশীল। আয়ের সাথে ভোগের সম্পর্ক 'Fundamental Psychological Law of Consumption' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কেইন্‌সের মতে, গড়ভাবে মানুষ এমন একটি নিয়ম দ্বারা পরিচালিত এবং মানুষের আয় বাড়লে ভোগ বাড়ে কিন্তু আয় যে হারে বাড়ে ভোগ তারচেয়ে কম হারে বাড়ে। এই বক্তব্য থেকে তিনটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়।

ক. আয় যখন বাড়ে তখন ভোগ আয়ের চেয়ে কম হারে বাড়ে। এর কারণ হলো আয় বাড়লে মানুষের অভাব পর্যায়ক্রমে পূরণ হয়। ফলে ভোগ্য পণ্যের অভাব ধীরে ধীরে কমে যায়। এর অর্থ এই নয় যে আয় বাড়লে ভোগ ব্যয় কমবে, ভোগ অবশ্যই বাড়বে।

খ. বর্ধিত আয় দুটি ভাগে বিভক্ত-
১. বর্ধিত ভোগ; ২. বর্ধিত সঞ্চয়, অর্থাৎ $\Delta Y=\Delta C+\Delta S$হবে।

গ. বর্ধিত আয় ভোগ এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি করে। ফলে আয় যেভাবে ভোগের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কে আবদ্ধ, একইভাবে সঞ্চয়ও বর্ধিত আয়ের সাথে সম্পর্কিত হবে।

এই উপসিদ্ধান্তের কয়েকটি অনুমিত শর্ত এবং বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন-

ক. মনস্তাত্ত্বিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো স্থির থাকে তথা আয় বন্টন, ভোক্তাদের রুচি, পছন্দ, অভ্যাস, সামাজিক প্রথা, দামের উত্থান-পতন, জনসংখ্যার পরিমাণ, জনসংখ্যার বয়স কাঠামো পরিবর্তন হবে না।

ভোগ ব্যয় পরম আয় বা ব্যয়যোগ্য আয়ের একটি স্থিতিশীল অপেক্ষক। তবে সম্পদের পরিমাণ দ্বারাও ভোগ প্রভাবিত হয়।

খ. স্বাভাবিক অবস্থা বিদ্যমান থাকবে। যেমন- মুদ্রাস্ফীতি থাকবে না।

গ. অবাধ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদমূলক অর্থনীতি বিদ্যমান থাকবে। যেখানে ভোক্তার সার্বভৌমত্ব স্বীকার্য।

ঘ. ভোগ ব্যয় পরম আয় বা ব্যয়যোগ্য আয়ের একটি স্থিতিশীল অপেক্ষক। তবে সম্পদের পরিমাণ দ্বারাও ভোগ প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ$C=f(Y, A)$।

ঙ. মানুষের আয় বাড়লে ভোগ বাড়ে। কিন্তু আয় যে হারে বাড়ে ভোগ তারচেয়ে কম হারে বাড়ে। ফলে $O<MPC<1$হবে। MPC স্থির থাকতে পারে, কমতে পারে; বাড়তে পারে না।

চ. কেইন্‌সের পরম আয় উপসিদ্ধান্ত অনুসারে, $APC>MPC$হবে এবং আয় বাড়লে APC কমে।

ছ. আয় শূন্য হলেও ভোগ শূন্য হবে না।

জ. কেইন্‌সের মতে, স্বল্পকালীন APC-র চেয়ে দীর্ঘকালীনAPC বেশি হবে। কারণ দীর্ঘকালে জীবনযাত্রার মান এবং ভোগ অভ্যাসের পরিবর্তন হবে। তবে APC দীর্ঘকালেও হ্রাসমান হবে।

ঝ. সম্পদের পরিমাণ বাড়লে ভোগ ব্যয় বাড়বে।

মনে করি, সমাজে তিনটি শ্রেণী- দরিদ্র, মধ্যবিত্ত এবং ধনী ব্যক্তি রয়েছে। চিত্র অনুযায়ী দরিদ্রদের আয় Oy_1, মধ্যবিত্তের আয় Oy_2এবং ধনীদের আয় Oy_3। এই তিন শ্রেণীর পরম আয়ের সঙ্গে ভোগের সম্পর্ক তৈরি করে আমরা কেইন্‌সের ভোগ অপেক্ষকের বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রমাণ করতে পারি।

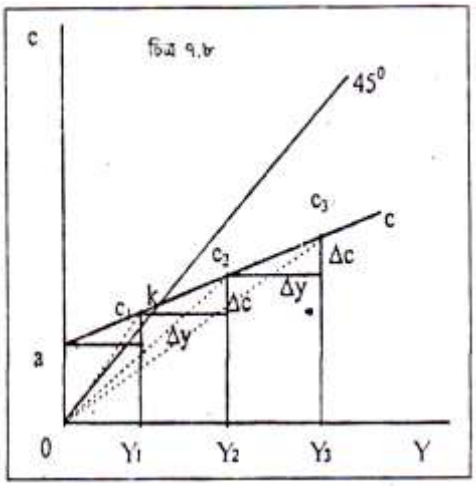

৭.৮ নং চিত্রে oy_1 আয়েy_1c_1 পরিমাণ দরিদ্র শ্রেণীর ভোগ দেখানো হয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয়y_1y_2 পরিমাণ বেশি। মনস্তাত্ত্বিক বিধি অনুসারে y_1y_2-এর চেয়ে ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি অবশ্যই কম হবে। ফলে y_2c_2 পরিমাণ ভোগ করে। অনুরূপভাবে oy_3 আয়ে ধনী শ্রেণীy_3c_3 পরিমাণ ভোগ করে। c_1, c_2, c_3বিন্দুসমূহ যোগ করে ac ভোগ রেখা পাওয়া যায়। এখানে O<MPC<1এবং আয় শূন্য হলেও ভোগ শূন্য হয় না। শূন্য আয়ে জনগণ OA পরিমাণ ভোগ করে। আমরা জানি, APC=C/Y। চিত্রে oy_1 পরিমাণ আয়ে ভোগ c_1y_1, তাই APC=y_1c_1/Oy_1বা Oc_1 রশ্মির ঢাল APC। অনুরূপভাবে oy_2 আয়ে oc_2 রশ্মির ঢাল হল APC এবং oy_3 আয়ে oc_3 রশ্মির ঢাল হল APC। তাই আয় বাড়লে APC ক্রমেই হ্রাস পায়, এটিই প্রমাণিত হয়। আয় বাড়লে APC>MPCহয়। চিত্রে $\Delta C/\Delta Y$হলো ভোগ রেখার ঢাল বা MPC, অন্যদিকে Oc_1, Oc_2বা Oc_3 রশ্মির ঢাল হলো APC যেখানে $\Delta C/\Delta Y < C/Y$লক্ষণীয়।

পরম আয় উপসিদ্ধান্তের সমালোচনা

১. কেইন্‌সের মতে, ভোগ প্রকৃত আয়ের অপেক্ষক। ভোগ অপেক্ষকে $C_W=X(Y_W)$ যেখান C_W=মজুরি এককের ভিত্তিতে পরিমাপকৃত ভোগ ব্যয়, Y_W=মজুরি এককের ভিত্তিতে প্রকৃত আয়। বাস্তবে অর্থের মাধ্যমে প্রকাশিত আয় এবং ভোগকে কিভাবে পরিমাপ করা হবে তা কেইন্‌সের তত্ত্বেও অস্পষ্ট। অর্থাৎ আয়ের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ অস্পষ্ট।

গ্রামের মানুষের ভোগব্যয় আপেক্ষিকভাবে কম হবে। এছাড়া সমৃদ্ধিকালে ভোগের চেয়ে মন্দাকালে ভোগ ব্যয় আপেক্ষিকভাবে বেশি থাকে। কেইন্‌স এ দিকগুলো বিবেচনা করেননি।

২. কেইন্‌সের ভোগ অপেক্ষককে পরম আয়ের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। কিন্তু ডুজেনবেরি প্রমাণ করেন যে, আফ্রিকার কালো ও সাদাদের একই আয়ভুক্ত গোষ্ঠীর ভোগ ব্যয় ভিন্ন ভিন্ন। অর্থাৎ কালোদের ভোগ ব্যয় কম। আবার গ্রামে ও শহরে বসবাসকারী একই আয় শ্রেণীর লোকদের ভোগ ব্যয়ে পার্থক্য হয়। গ্রামের মানুষের ভোগব্যয় আপেক্ষিকভাবে কম হবে। এছাড়া সমৃদ্ধিকালে ভোগের চেয়ে মন্দাকালে ভোগ ব্যয় আপেক্ষিকভাবে বেশি থাকে। কেইন্‌স এ দিকগুলো বিবেচনা করেননি। ফ্রিডম্যান অস্থায়ী আয় এবং ভোগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন বা যেখানে অস্থায়ী আয়ের সাথে ভোগ সম্পর্কিত নয় বলা হয়েছে। যা কেইন্‌সের তত্ত্বেও আলোচিত হয়নি।

৩. কেইন্‌স দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক ব্যাখ্যা করতে পারেননি। কুজনেটস (Kuznets) প্রমাণ করেন স্বল্পকালে APC>MPCএবং দীর্ঘকালে APC=MPC।

৪. কেইন্‌সের ভোগতত্ত্বে সুদের হারের তেমন কোনো ভূমিকা নেই। ফ্রিডম্যান (Friedman) এবং অ্যান্ডো মডিগ্লিয়ানি (Ando Modigliani) ভোগকে সুদের হারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করেন।

৫. কেইন্‌সের ভোগ অপেক্ষকে ভোগের নির্ধারক হিসেবে অনেকটা মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP)কে বোঝানো হয়েছে। বাস্তবে ব্যক্তির ভোগ ব্যয় ব্যক্তির ব্যয়যোগ্য আয় দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়, যা কেইন্‌স স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেননি।
৬. কেইন্‌সের ভোগ অপেক্ষক নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পর্কিত। $C_1=C(Y_t)$ যা অনেকটা Static প্রকৃতির। ডুজেনবেরি $C_t=C(Y_t/Y_0)$সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করেন। স্যামুয়েলসন ভোগ অপেক্ষককে সময়ের ব্যবধানের সাথে সম্পৃক্ত করেন।

সারসংক্ষেপ

কেইন্‌সের মতে, গড়ভাবে মানুষ এমন একটি নিয়ম দ্বারা পরিচালিত এবং মানুষের আয় বাড়লে ভোগ বাড়ে কিন্তু আয় যে হারে বাড়ে ভোগ তার চেয়ে কম হারে বাড়ে।ভোগ ব্যয় পরম আয় বা ব্যয়যোগ্য আয়ের একটি স্থিতিশীল অপেক্ষক। তবে সম্পদের পরিমাণ দ্বারাও ভোগ প্রভাবিত হয়।গ্রামের মানুষের ভোগব্যয় আপেক্ষিকভাবে কম হবে। এছাড়া সমৃদ্ধিকালে ভোগের চেয়ে মন্দাকালে ভোগ ব্যয় আপেক্ষিকভাবে বেশি থাকে। কেইন্‌স এ দিকগুলো বিবেচনা করেননি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন
(সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন)

১. MPCস্থির থাকতে পারে, কমতে পারে, বাড়তে পারে না। সত্য/মিথ্যা
২. কেইন্‌সের পরম আয় উপসিদ্ধান্ত অনুসারে আয় বাড়লে APC বাড়ে। সত্য/মিথ্যা
৩. গ্রামের মানুষের ভোগব্যয় আপেক্ষিকভাবে কম। সত্য/মিথ্যা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পরম আয় উপসিদ্ধান্তের বৈশিষ্টসমূহ কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পরম আয় উপসিদ্ধান্তের সমালোচনাসহ উপসিদ্ধান্তটি আলোচনা করুন।
২. বাংলাদেশের ভোগ অভ্যাস ব্যাখ্যায় পরম আয় উপসিদ্ধান্ত কি অবদান রাখে?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১. সত্য ২. মিথ্যা ৩. সত্য

পাঠ-৪

জীবনচক্র উপসিদ্ধান্ত

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- জীবনচক্র উপসিদ্ধান্ত
- জীনবচক্র উপসিদ্ধান্ত বনাম স্থায়ী আয় উপসিদ্ধান্ত
- জীবনচক্র উপসিদ্ধান্তের সমালোচনা

Kuznets-এর গবেষণা যখন কেইন্‌সের ভোগ অপেক্ষকের সঙ্গে স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল নিয়ে আপাত বিরোধিতার সম্মুখীন করে তখন ভোগ অপেক্ষক সম্পর্কে নতুনতর কিছু Hypothesis-এর প্রয়োজন পড়ে। জীবনচক্র উপসিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে অন্যতম। Ando-Modigliani ১৯৬৩ সালে American Economic Review তে The Life Cycle Hypothesis of Saving : Aggregate Implications and Test শিরোনামে জীবনচক্র উপসিদ্ধান্ত প্রদান করেন। এরও পূর্বে Modiglianiএবং R. Brumberg ১৯৫৪ সালে জীবনচক্র উপসিদ্ধান্তের উপর প্রাথমিক ধারণা প্রদান করেন। যেজন্য এ তত্ত্বটি Modigliani-Brumberg-Ando উপসিদ্ধান্ত নামেও পরিচিত। জীবনকালের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যক্তির আয়ের সঙ্গে ভোগের যে সম্পর্ক তা ব্যাখ্যা করা হয় জীবনচক্র উপসিদ্ধান্তে। যেখানে স্বল্পকালে কেন APC>MPC হয় এবং দীর্ঘকালে কেন APC=MPC হয় তার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়। Life Cycle Hypothesis ব্যক্তির উপযোগ সর্বোচ্চ করণের জন্য Lending-borrowing-এর সুযোগ থাকে। ব্যক্তি তার উপযোগ সর্বাধিক করতে চায়। যেখানে ব্যক্তির উপযোগ অপেক্ষক

$U=U(C_0, C_1, C_2 ..... C_t ..... C_r)$

যেখানে, C=ভোগ, U=উপযোগ, 0.....Tহলো ব্যক্তির জীবনকাল।

ব্যক্তির জীবন তিনটি কালে বিভক্ত। যথা- ১. প্রাথমিক কাল (১-১৪)
২. মধ্যবর্তীকাল (১৫-৬০)
৩. শেষ কাল (৬০-এর ঊর্ধ্বে)

প্রাথমিক কাল এবং শেষকালে আয়ের প্রবাহ থাকে খুব কম। কিন্তু ভোগের ক্ষেত্রে জীবনকাল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোগ ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। সে জন্য প্রাথমিক এবং শেষ জীবনের আয়ের তুলনায় ভোগ বেশি থাকে। ফলে অ-সঞ্চয় (Dis-saving) সৃষ্টি হয়। মধ্যবর্তীকালে আয়ের চেয়ে ভোগ কম থাকে ফলে সঞ্চয়ের (Saving) উদ্ভব ঘটে। ৭.৯ নং চিত্রের মাধ্যমে অবস্থাটি ব্যাখ্যা করা হলো-

প্রাথমিক কাল এবং শেষকালে আয়ের প্রবাহ থাকে খুব কম। কিন্তু ভোগের ক্ষেত্রে জীবনকাল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোগ ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। সে জন্য প্রাথমিক এবং শেষ জীবনের আয়ের তুলনায় ভোগ বেশি থাকে।

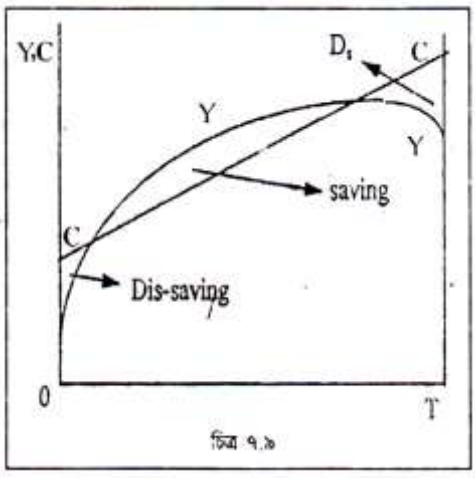

চিত্র ৭.৯

চিত্রে ভূমি অক্ষে সময় এবং লম্ব অক্ষে আয় ও ভোগ বিবেচ্য। ব্যক্তির জীবনকাল T, সমস্ত জীবনের আয়ের প্রবাহ Y এবং ভোগ C। প্রাথমিক কালের Dissaving মধ্যবর্তী কালের Saving এবং শেষ কালের Dissaving পরস্পর সমান। চিত্র থেকে লক্ষণীয় যে প্রাথমিক ও শেষ কালে আয়ের তুলনায় ভোগ বেশি এবং মধ্যকালের আয়ের তুলনায় ভোগ কম। তাই আয় বাড়লে APC কমে এটি সহজেই প্রমাণিত হয়। যেখানে APC>MPC শর্ত পালিত হয়। বিষয়টি অন্যভাবেও প্রকাশ করা যায়। ধরা যাক একজন

ব্যক্তি ৭৫ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করবে। ২৫ বছর বয়সে চাকরি গ্রহণ করবে। প্রাথমিক ২৫ বছর ঐ ব্যক্তির কোনো ধরনের আয় প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই। ২৫ বছর বয়সে ঐ ব্যক্তির ১৫০০০ টাকা আয় করলে ১০০০০ টাকা ভোগ করবে ফলে ৫০০০ টাকা সঞ্চয় করবে। ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত সঞ্চয় করবে। যা ৭.১০ চিত্রে দেখানো হয়েছে। ঐ ব্যক্তির ২৫ বছর বয়স থেকে আর্থিক সঞ্চয় পুঞ্জিভূত করবে এবং ৬৫ বছর বয়সে তার সর্বোচ্চ পরিমাণ সম্পদ সঞ্চয় ঘটবে। এর পর ঐ ব্যক্তি বার্ধক্য জীবনে (৬৫-৭৫) অর্থভোগ করবে। ফলে চাকরির শুরুতে APC বেশি এবং শেষে APC কম থাকবে। তথা আয় বাড়লে APC>MPC হবে।

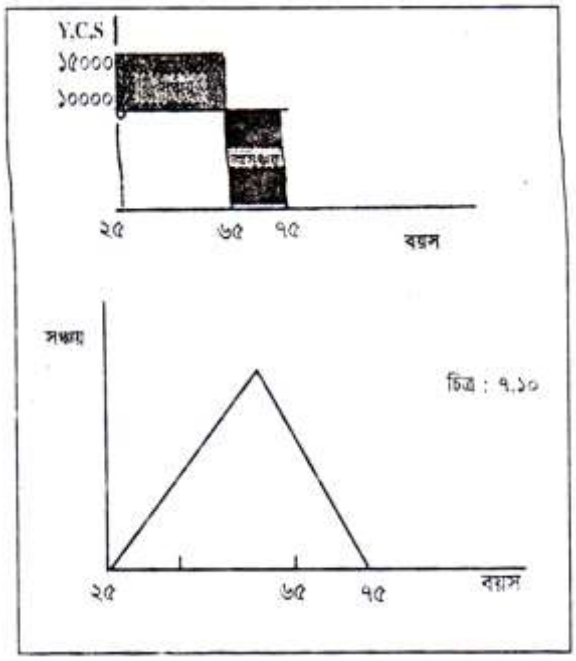

চিত্র : ৭.১০

Ando-Modigliani-এর মতে, ভোগ নির্ভর করে জীবন কালের বর্তমান মূল্যের উপর।
কেইন্‌স সম্পদ আয়ের কথা বলেনি। সম্পদের পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোগ রেখা উপরে স্থানান্তরিত হয়।
দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক হল C_L এবং স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক হলো Cs।
এখানে লক্ষণীয় Ando-Modigliani স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে Kuznets-এর আপাত বিরোধিতার সমাধান করেন।

জীবনচক্র উপসিদ্ধান্ত বনাম স্থায়ী আয় উপসিদ্ধান্ত

কুজনেটস গবেষণায় যখন স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ভোগ অপেক্ষকের মধ্যে আপাতবিরোধিতা ধরা পড়ে এর প্রেক্ষিতে জীবনচক্র উপসিদ্ধান্ত(LCH) এবং স্থায়ী আয় উপসিদ্ধান্তের (PIH) অবতারনা। এ তত্ত্ব দুটি অর্থনীতিবিদদের কাছে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং পরবর্তীতেFriedman এবং Modigliani বিশ্বখ্যাত নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। দুটি তত্ত্বের মূল বক্তব্য বিশ্লেষণ থেকে যে মিল ও অমিল বা গুণাবলীতে পার্থক্য ধরা পড়ে তা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

LCH-এ ভোগ অপেক্ষককে শ্রম আয় এবং সম্পদ আয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে। যেখানে প্রত্যাশিত উপাদানও রয়েছে। অন্যদিকে PIH এ ভোগকে স্থায়ী আয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

১. দুটি উপসিদ্ধান্তই ভোগ অপেক্ষককে জীবন কালের আয়ের বর্তমান মূল্যের (PV) সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তবে LCH শুধু PV এর উপরk অনুপাতে আবদ্ধ। Ct=K(PVt). অন্যদিকে PIH এ ভোগ অপেক্ষক স্থায়ী আয়ের উপর নির্ভরশীল। যেখানে স্থায়ী আয় (Yp) পেতে হলে জীবনকালের আয়ের বর্তমান মূল্য (PV)কে সুদের হার দ্বারা গুণ করতে হয়। অর্থাৎ Yp=r.(PV) যেখানে Cp=K(r.Pv). কাজেই এ দুটি অপেক্ষকে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

২. LCH-এ ভোগ অপেক্ষককে শ্রম আয় এবং সম্পদ আয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে। যেখানে প্রত্যাশিত উপাদানও রয়েছে। অন্যদিকে PIH এ ভোগকে স্থায়ী আয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে। অস্থায়ী আয়ের সঙ্গে ভোগ সম্পর্কিত নয় বলে বক্তব্য রাখা হয়েছে। সম্পত্তি আয় আলোচনায় সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি।

৩. LCH এবং PIH উভয় তত্ত্বে স্বল্পকালে APC>MPC এবং দীর্ঘকালে APC=MPC হবে। তাই দীর্ঘকালে গুণকের মান অবশ্যই স্বল্পকালের চেয়ে বেশি হবে।
৪. উভয় তত্ত্বে সুদের হারের ভূমিকা স্বীকার করা হয়।
৫. ফ্রিডম্যানের তত্ত্বে r(YtCt)=0 ধরা হয়েছে যা সন্দেহপূর্ণ। বিভিন্ন গবেষণা বিভিন্ন ফলাফল প্রদান করে। যা জীবনচক্র উপসিদ্ধান্তে নেই। আবার LCH এ চলতি আয় এবং প্রত্যাশিত আয় অনুপাত স্থির থাকে ধরা হয়েছে, যা সঠিক নাও হতে পারে।

জীবনচক্র উপসিদ্ধান্তের সমালোচনা

জীবনচক্র উপসিদ্ধান্ত অনেকটা বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব হলেও এর কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়।

১। জীবনচক্র উপসিদ্ধান্ত অনুসারে জীবন কালের আয়ের বর্তমান মূল্য এবং সম্পত্তি আয়ের বর্তমান মূল্যের উপর ভোগ ব্যয় নির্ভরশীল। বাস্তবে বৃদ্ধ বয়সে একজন ব্যক্তি সামাজিক নিরাপত্তামূলক সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে, যা এ তত্ত্বে স্বীকার করা হয়নি।

২। এ তত্ত্বটি কঠিন গাণিতিক প্রক্রিয়ায় সাজানো হয়েছে। যা সাধারণ শিক্ষার্থী ও নীতি প্রনেতাদের বুঝতে কষ্ট হয়। যার প্রেক্ষিতে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়াও কঠিন।

৩। এ তত্ত্বে চলতি আয় দ্বারা ভোগ প্রভাবিত তা দেখানো হয় নাই। বাস্তব গবেষণা থেকে দেখা যায় চলতি আয় দ্বারা মানুষের ভোগ যথেষ্ট প্রভাবিত হয়।

৪। এ তত্ত্বে যেভাবে ভবিষ্যৎ জীবনের আয়কে কষ্ট করে জীবন কালের আয় হিসাব করা হয় তা বাস্তবে কোনো দিনই নগদ অর্থে পাওয়া যায় না। তাই এর বাস্তব প্রয়োগ কোনো ব্যক্তি বা সমাজের উপর পড়ে না।

৫। অনুন্নত দেশে বেশির ভাগ মানুষের আয় থাকে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য থেকে যে আয় আসে তা অবিরাম নয়, নিশ্চিত নয়। তাই একজন চাকরিজীবীর আয় হিসাব সহজ হলে অ-চাকরিজীবীদের আয় পরিমাপ করা কঠিন।

৬। এ তত্ত্বে ভোগ এবং সঞ্চয়ের উপর সুদের যে প্রভাব রয়েছে তা বিবেচনা করা হয়নি। সুদের হার বেশি হলে মানুষ বর্তমান ভোগ কমিয়ে অবসর জীবনে আরাম আয়েসে চলার জন্য সঞ্চয় করবে। যা এখানে বিবেচনা করা হয়নি।

৭। কেইন্‌সের মতে দীর্ঘকালে আমরা সবাই মৃত। তাই বর্তমান নিয়েই মানুষ বেশি ব্যস্ত। ভবিষ্যতে কি হবে তা নিয়ে বাস্তবে মানুষ কমই ভাবেন। যা এ তত্ত্বে বিবেচনা করা হয়নি।

সারসংক্ষেপ

প্রাথমিক কাল এবং শেষকালে আয়ের প্রবাহ থাকে খুব কম। কিন্তু ভোগের ক্ষেত্রে জীবনকাল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোগ ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। সে জন্য প্রাথমিক এবং শেষ জীবনের আয়ের তুলনায় ভোগ বেশি থাকে। জীবনচক্র উপসিদ্ধান্তে ভোগ অপেক্ষককে শ্রম আয় এবং সম্পদ আয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে। যেখানে প্রত্যাশিত উপাদানও রয়েছে। অন্যদিকে স্থায়ী আয় উপসিদ্ধান্তে ভোগকে স্থায়ী আয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন
(সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন)

১. জীবনচক্র উপসিদ্ধান্তে জীবনকালের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যক্তির আয়ের সঙ্গে ভোগের যে সম্পর্ক তা ব্যাখ্যা করা হয়। সত্য/মিথ্যা

২. ভোগের ক্ষেত্রে জীবনকাল বাড়ার সঙ্গে ভোগ কমতে থাকে। সত্য/মিথ্যা

৩. জীবনচক্র উপসিদ্ধান্তে ভোগ ও সঞ্চয়ের উপর সুদের প্রভাবকে বিবেচনা করা হয়েছে। সত্য/মিথ্যা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জীবনচক্র উপসিদ্ধান্ত ও স্থায়ী আয় উপসিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্যগুলো চিহ্নিত করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সমালোচনাসহ জীবনচক্র উপসিদ্ধান্ত আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১. সত্য ২. মিথ্যা ৩. মিথ্যা

পাঠ-৫

স্থায়ী আয় উপসিদ্ধান্ত

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- স্থায়ী আয় উপসিদ্ধান্ত
- স্থায়ী আয় উপসিদ্ধান্তের সমালোচনা
- বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে স্থায়ী আয় উপসিদ্ধান্ত

ভোগ অপেক্ষক সম্পর্কে আধুনিক অর্থনীতিবিদ Milton Friedman ১৯৫৭ সালে A Theory of Consumption Function গ্রন্থে একটি উপসিদ্ধান্ত প্রদান করেন যা স্থায়ী আয় উপসিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। কেইন্‌স চরম আয়ের সঙ্গে ভোগের সম্পর্ক স্থাপন করেন, যার উপর গবেষণা করেন S. Kuznets। S. Kuznetsকেইন্‌সের ভোগ অপেক্ষকের APC>MPC ধারণাটি স্বল্পকালীন অর্থনীতিতে বাস্তবোচিত বলে প্রমাণ করেন কিন্তু দীর্ঘকালে APC=MPC প্রমাণ পান। যেখানে কেইন্‌সের সঙ্গে Kuznets-এর গবেষণায় আপাতবিরোধিতা দেখা দেয়। তথা স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকের মধ্যে আপাত বিরোধিতার সৃষ্টি হয়। Milton friedman এই আপাতবিরোধিতা সমন্বয় সাধনে স্থায়ী আয় উপসিদ্ধান্ত প্রদান করেন। যেখানে তিনি স্থায়ী আয়ের সঙ্গে স্থায়ী ভোগের আপাতবিরোধিতা সমন্বয় সাধনে স্থায়ী আয় উপসিদ্ধান্ত প্রদান করেন। যেখানে তিনি স্থায়ী আয়ের সঙ্গে স্থায়ী ভোগের সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং স্বল্পকালে APC>MPC এবং দীর্ঘকালে APC=MPC হওয়ার কারণ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন।

কুজনেটস কেইন্‌সের ভোগ অপেক্ষকের APC>MPC ধারণাটি স্বল্পকালীন অর্থনীতিতে বাস্তবোচিত বলে প্রমাণ করেন কিন্তু দীর্ঘকালে APC=MPC প্রমাণ পান।

ফ্রিডম্যানের তত্ত্বের কয়েকটি ধারণা

১. স্থায়ী আয় (Permanent Income) : ফ্রিডম্যানের মতে একজন ব্যক্তির জীবনকালের মানবীয় মূলধন তথা শ্রম আয়ের বর্তমান মূল্য হিসাব করে তাকে আয় প্রাপ্তির হার r (সুদের হার) দ্বারা গুণ করে যে মান পাওয়া যায় তাকে স্থায়ী আয় বলে। যেখানে জীবনকালের আয়ের বর্তমান মূল্য (Present value) হলো-

$$PV=Y_0+\frac{Y_1}{1+i}+\frac{Y_2}{(1+i)^2}+ \text{----------}+\frac{Y_n}{(1+i)^n}$$

এখানে, Y_0, Y_1, Y_2….. Yn হলো বিভিন্ন বছরের শ্রম আয় এবং r হলো বাট্টার হার, PV কে r দ্বারা গুণ করে স্থায়ী আয় (Yp) পাওয়া যায়।

Yp=r.PV ..... স্থায়ী আয়

ফ্রিডম্যানের মতে একজন ব্যক্তির জীবনকালের মানবীয় মূলধন তথা শ্রম আয়ের বর্তমান মূল্য হিসাব করে তাকে আয় প্রাপ্তির হার r (সুদের হার) দ্বারা গুণ করে যে মান পাওয়া যায় তাকে স্থায়ী আয় বলে।

২. অস্থায়ী আয় (Transitory Income) : ফ্রিডম্যানের মতে, আয়ের প্রবাহে যে সমস্ত উপাদান দৈবচয়িত (Random Component)ভাবে আসে তাকে অস্থায়ী আয় বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ অনিশ্চিত আয়কে অস্থায়ী আয় (Yt) বলা যায়। যেমন ডাক্তারের চাকরির পাশাপাশি প্রাইভেট প্র্যাকটিস, শিক্ষকের প্রাইভেট আয়, জুয়া, লটারির আয় ইত্যাদি। অস্থায়ী আয় (Yt) ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

৩. পরিমাপকৃত আয় (Measured Income) : স্থায়ী আয় (Y_p) ও অস্থায়ী আয় (Yt) এর সমষ্টি হলো পরিমাপকৃত আয় (Ym)।

Ym=Yp+y_t.

৪. স্থায়ী ভোগ (Permanent Consumption) : যে ভোগসমূহ সচরাচর ঘটে তাকে বুঝিয়েছেন। সকল পচনশীল দ্রব্যের ভোগ এবং স্থায়ী দ্রব্যের প্রতিস্থাপন খরচ ও সুদ খরচ এ ধরনের ভোগ ব্যয়ের সংজ্ঞায় পড়বে। স্থায়ী ভোগকে ফ্রিডম্যান Cp দ্বারা প্রকাশ করেন।

৫. অস্থায়ী ভোগ (Transitory Consumption) : ফ্রিডম্যানের মতে যে ব্যয়সমূহ সব সময় হয় না; বিশেষ সময়ে করতে হয় তাকে অস্থায়ী ভোগ (Ct) বলে। অস্থায়ী ভোগ ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

৬. পরিমাপকৃত ভোগ (Measured Consumption) : ফ্রিডম্যানের মতে, পরিমাপকৃত ভোগ (Cm) হলো স্থায়ী ভোগ (C_t) ও অস্থায়ী ভোগ (Cm) এর সমষ্টি।
$Cm=Cp+C_t$.

ফ্রিডম্যানের ভোগ অপেক্ষকের ব্যাখ্যা

ফ্রিডম্যানের ভোগ অপেক্ষক পরোক্ষভাবে জীবনকালের শ্রম আয়ের বর্তমান মূল্যের উপর নির্ভর করে তথা, C=f(PV) যেখানে, Yp=r.PV.

তার মতে, স্থায়ী ভোগ পুরোপুরি স্থায়ী আয়ের অপেক্ষক। যেখানে স্থায়ী ভোগ ও স্থায়ী আয়ের অনুপাত হল k। তাই $Cp=k(r.pv)=k.y_p$ [$y_p=r.pv$]

তার মতে, সমাজের সকল শ্রেণীর ব্যক্তি তাদের স্থায়ী আয়ের k হারে ভোগ করে। যেখানে k-এর মান নির্ভর করে
১. বাজার সুদের হার (i)
২. অমানবীয় সম্পদ ও মানবীয় সম্পদের অনুপাত (w) এবং
৩. রুচি, পছন্দ, অভ্যাস, বয়স কাঠামো, পরিবারের আয়তন যা নিরপেক্ষ রেখার আকৃতিকে প্রভাবিত করে (u)।
k=f(i,w,u)

ফ্রিডম্যানের স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক ব্যাখ্যায় অনুমিত শর্তসমূহ

১. ফ্রিডম্যানের মতে, অস্থায়ী আয়ের সঙ্গে স্থায়ী আয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ y_t ও y_p এর মধ্যে সহসম্পর্ক (Correlation) শূন্য বা $r(y_p, y_t)=0$।

২. এই তত্ত্ব অনুসারে অস্থায়ী ভোগ ও স্থায়ী ভোগের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ Ct ও Cp এর মধ্যে সহসম্পর্ক শূন্য বা r(Cp, Ct)=0।

৩. শেষে ফ্রিডম্যানের মতে অস্থায়ী আয় ও অস্থায়ী ভোগের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ y_t ও Ct এর সহসম্পর্ক শূন্য বা r(yt, ct)=0 ।

স্থায়ী আয় উপসিদ্ধান্ত বিশ্লেষন

উপরের তিনটি অনুমিত শর্তের প্রেক্ষিতে আমরা প্রমাণ করতে পারি APC>MPC হবে। ধরা যাক, সমাজে তিনটি শ্রেণী আছে- ধনী, মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্থায়ী আয় ($y_t=0$) শূন্য এবং তাদের Ym=Yp। দরিদ্রদের অস্থায়ী আয় ঋণাত্মক($y_{ij}<0$) তাই তাদের Ym<Yp এবং ধনীদের অস্থায়ী আয় ধনাত্মক($y_{ti}>0$) তাই তাদের Ym>Yp হবে।

এ ধারণার প্রেক্ষিতে ফ্রিডম্যানের স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক ব্যাখ্যা করা যায়।

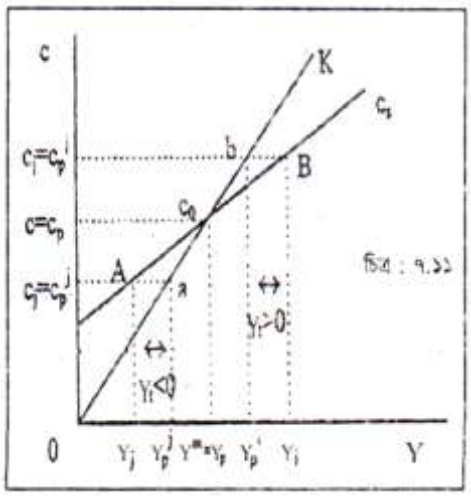

চিত্র : ৭.১১

৭.১১ চিত্রে মধ্যবিত্তদের স্থায়ী আয় হলো y_p এবং $y_t=0$। তাই $y=y_p$বলে তারা $C=k. y_p$ পরিমাণ ভোগ করলে $C=Cp$ পরিমাণ ভোগ করে। দরিদ্র শ্রেণীর স্থায়ী আয় y_{pj}। তাদের অস্থায়ী আয় ঋণাত্মক বলে পরিমাপকৃত আয় হবেy_j; যেখানে$y_j<y_{pj}$। দরিদ্ররা তাদের মোট স্থায়ী আয়ের k হারে ভোগ করলে ok রেখা বরাবর a বিন্দুতে ভোগ করবে। তাদের মোট আয় y_j কম হওয়া সত্ত্বেও পূর্বের পরিমাণ ভোগ করবে বা y_p^j বা $Cj=kYp^i$পরিমাণ ভোগ করবে। কারণ অস্থায়ী আয় দ্বারা প্রভাবিত হয় না। অন্যদিকে ধনীদের স্থায়ী আয় হলো y_{pi} এবং মোট স্থায়ী আয়ের k হারে ভোগ করলে ok রেখা বরাবর b বিন্দুতে ভোগ করবে। যেহেতু ধনীদের অস্থায়ী আয় ধনাত্মক তথা$yt>0$। তাই$y_i>y_{pi}$। মোট আয় বেশি হলেও ভোগ বাড়বে না কারণ অস্থায়ী আয় দ্বারা ভোগ প্রভাবিত হয় না। অতএব ধনীদের ভোগ হবে $C^i=Cp^i-y^iB$। চিত্রে মোট আয়ের সঙ্গে মোট ভোগের সম্পর্ক সূচক বিন্দুগুলো যোগ করে স্বল্পকালীন ভোগ রেখা C_S পাওয়া যায়। যেখানে-

১. স্বল্পকালে আয় শূন্য হলেও ভোগ শূন্য হয় না।
২. APCহ্রাসমান।
৩. APC>MPC।
তথা কেইন্‌সের স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষকের সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

ফ্রিডম্যানের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকের সমন্বয় সাধন ও ব্যাখ্যা : ফ্রিডম্যান Kuznets-এর স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকের আপাত বিরোধিতার সমাধানে দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক ব্যাখ্যায় টাইম সিরিজের সাহায্য নেন। যেখানে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় গড় স্থায়ী আয় বাড়তে থাকবে। ফলে স্বল্পকালীন ভোগ রেখা ওপরে স্থানান্তরিত হবে। তার মতে, Trend line$Y_t=0$। তাই স্বল্পকালীন ভোগ রেখার যে বিন্দুতে $y_t=0$ সেই বিন্দুতে দীর্ঘকালীন ভোগ নির্ধারিত হবে। এরপর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হলে নতুন বাণিজ্য চক্রে স্থায়ী আয় বেড়ে যাবে এবং Trend line বরাবর যে পরিমাণ স্থায়ী আয় থাকে তার k হারে দীর্ঘকালে ভোগ করবে। এভাবে প্রতিটি বাণিজ্য চক্রের Trend line সমূহের আয় ও ভোগের সম্পর্ক সূচক বিন্দুসমূহ যোগ করে দীর্ঘকালীন ভোগ রেখা পাওয়া যায়।

প্রতিটি বাণিজ্য চক্রের Trend line সমূহের আয় ও ভোগের সম্পর্ক সূচক বিন্দুসমূহ যোগ করে দীর্ঘকালীন ভোগ রেখা পাওয়া যায়।

উপসংহারে বলা যায় যে, কেইন্‌সের স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষকের বৈশিষ্ট্যসমূহ ফ্রিডম্যানের ভোগ অপেক্ষক থেকে প্রমাণিত হয়; যেখানে ভোগ অপেক্ষকের নির্ধারক ব্যয়যোগ্য আয় নয়, স্থায়ী আয়। অন্যদিকে দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক সম্পর্কে Kuznets গবেষণা করে যে ফলাফল পেয়েছিলেন। ফ্রিডম্যান সার্থকভাবে তা প্রমাণ করেন।

স্থায়ী আয় উপসিদ্ধান্তের সমালোচনা

স্থায়ী আয় উপসিদ্ধান্তে ধরে নেয়া হয়েছে যে, অস্থায়ী আয়ের সঙ্গে অস্থায়ী ভোগের কোনো সম্পর্ক নেই। যা বাস্তবসম্মত নয় বলে অর্থনীতিবিদগণ মত প্রকাশ করেন।

১. স্থায়ী আয় উপসিদ্ধান্তে ধরে নেয়া হয়েছে যে, অস্থায়ী আয়ের সঙ্গে অস্থায়ী ভোগের কোনো সম্পর্ক নেই। যা বাস্তবসম্মত নয় বলে অর্থনীতিবিদগণ মত প্রকাশ করেন। কারণ কোনো ব্যক্তি প্রত্যাশিত কিছু আয় পেলে পুরোটা সঞ্চয় করে না বা ব্যাংকে জমা করে না; কিছুটা হলেও ভোগ বৃদ্ধি করে। বর্তমান উপযোগ বৃদ্ধি করে, যা এ তত্ত্বে স্বীকার করা হয়নি। অনুরূপভাবে কোনো সময় অস্থায়ী আয় ঋণাত্মক হলে সমপরিমাণ অর্থ ব্যাংক তুলে আনে না। অল্প হলেও ভোগ হ্রাস করবে। Bodkin ১৯৮৫ সালে The American Economic Review তে Windfall Income

andconsumptionশিরোনামে প্রকাশ করেন যে, লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ডেভিডেন্ট আয়ের MPC ছিল ০.৭২ থেকে ০.৯৭ যা এই উপসিদ্ধান্তকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দেয়।

২. স্থায়ী আয় উপসিদ্ধান্তে স্বীকার করা হয় ধনী এবং দরিদ্রদের APC দীর্ঘকালে স্থির থাকে। ফ্রিডম্যানের গবেষণা থেকে দেখা যায় APC এর মান ০.৮৮ এ স্থির থাকবে। কিন্তু দরিদ্রদের পক্ষে কোনো সময়ই সঞ্চয় করা সম্ভব নয় এটি ফ্রিডম্যান চিন্তা করেননি। তাই ধনীদের চেয়ে দরিদ্রদের ভোগ প্রবণতা বেশি থাকবে এবং উভয় শ্রেণীর MPC সমান হতে পারে না। এছাড়াও একই স্থায়ী আয়ভুক্ত শ্রেণী MPC ভিন্ন হতে পারে, যা এই উপসিদ্ধান্তে স্বীকার করা হয়নি।

৩. ফ্রিডম্যানের ভোগ অপেক্ষককে মানবীয় সম্পদ এবং অমানবীয় সম্পদের আয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা স্পষ্ট নয়।

৪. ফ্রিডম্যানের স্থায়ী আয় উপসিদ্ধান্তে ভোক্তাদের রুচি, পছন্দ, অভ্যাস, সুদের হার এবং অমানবীয় ও মানবীয় সম্পদের অনুপাত স্থির ধরা হয়েছে। বাস্তবে এগুলো স্থির নাও থাকতে পারে।

ফ্রিডম্যানের তত্ত্বের এসব ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন এবং স্থায়ী ও অস্থায়ী আয়ের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

স্থায়ী আয় উপসিদ্ধান্ত ও বাংলাদেশ

ফ্রিডম্যান স্থায়ী আয় উপসিদ্ধান্ত প্রদান করেন যা, উন্নত দেশসমূহে বেশ কয়েকটি গবেষণায় সমর্থন লাভ করেছে। বাংলাদেশে তার তত্ত্ব প্রয়োগযোগ্য কিনা তা নিয়ে মন্তব্য করা কঠিন। ফ্রিডম্যান স্থায়ী আয় বলতে ব্যক্তির জীবনকালে নিয়মিত আয়কে সুদের হার দ্বারা গুণ করে যে মান পাওয়া যায় তা বুঝিয়েছেন। অন্যদিকে যে আয়সমূহ অনিয়মিত, ঝুঁকিপূর্ণ বা অনিশ্চিত তাকে অস্থায়ী আয় বলেছেন। তিনি স্থায়ী ভোগ বলতে দৈনন্দিন যে ভোগ ব্যয় প্রয়োজন তা বুঝিয়েছেন। আবার স্থায়ী ভোগ্য পণ্য (ফ্রিজ, টিভি) ক্রয়ে ব্যয়কে অস্থায়ী ভোগ বলে চিহ্নিত করেছেন। এরপর সিদ্ধান্ত দেন যে স্থায়ী আয় দ্বারাই শুধু স্থায়ী ভোগ প্রভাবিত হবে। অন্যদিকে,

(1) rYpYt=0 (2) rCpCt=0

Bodkin১৯৬৯ সালে U.S.A-এর অর্থনীতিতে স্থায়ী আয় উপসিদ্ধান্তের উপর গবেষণা করেন, যেখানে স্থায়ী ভোগ্য পণ্য (Ct)সহ MPC=0.966 এবং স্থায়ী ভোগ্য পণ্য (Ct) বাদ দিলে MPC=0.723 ছিল। যেখানে ytCt=0 মিথ্যা প্রমাণিত হয়। বাংলাদেশে ফ্রিজ, রঙিন টিভি, গাড়ি, এন্টিনা, কাপড় ধৌতকরণ মেশিন কোন্ শ্রেণী ক্রয় করে। উত্তরে কৃষকরা নয়। সরকারি চাকরিজীবীদের মধ্যে যারা উপরি পান তাদের পক্ষে সহজেই এসব পণ্য ক্রয় করা সম্ভব। কারণ তাদের মাসিক বেতন স্থায়ী আয় কিন্তু উপরি হল অস্থায়ী আয়। এর অর্থ দাঁড়ায় অস্থায়ী আয় ভোগে ব্যবহৃত হচ্ছে। যা ফ্রিডম্যানের তথ্যের ব্যর্থতা নির্দেশ করে। পেশাদার শ্রেণীর আয়ের উত্থান-পতন বেশি, ফলে তাদের অস্থায়ী ভোগ বেশি। আবার ব্যবসায়ীরা ব্যবসার সমৃদ্ধিতে অথবা সরকারি ঋণ আত্মসাতের মাধ্যমে সহজেই স্থায়ী পণ্য ক্রয় করে, যা এ তত্ত্বের rytCt=0 বক্তব্য সঠিক নয় প্রমাণ করে। শুধু তাই না, ৭০০ টাকা মণ পাট হওয়ায় ১৯৮৪ সালে কৃষকরা প্রায় সবাই টিনের ঘর দিয়েছে অথবা উন্নত মানের ভোগে অর্থ ব্যয় করেছে। অবশ্য স্থির আয়ের জনগণ ঋণে কিস্তিতে এসব স্থায়ী পণ্য ক্রয় করে যা স্থায়ী আয় উপসিদ্ধান্তের সত্যতার দিক নির্দেশ করে।

পেশাদার শ্রেণীর আয়ের উত্থান-পতন বেশি, ফলে তাদের অস্থায়ী ভোগ বেশি। আবার ব্যবসায়ীরা ব্যবসার সমৃদ্ধিতে অথবা সরকারি ঋণ আত্মসাতের মাধ্যমে সহজেই স্থায়ী পণ্য ক্রয় করে।

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে সরকার ত্রাণ সাহায্য প্রদান করেন, যা পুরোটা ব্যয়িত হয়। আবার জনগণ সরকারি ঋণ করে ভোগ করে, যা Dissaving সৃষ্টি করে। তাই আয় কমলে APC বাড়ে এবং APS কমে, যা স্থায়ী আয় উপসিদ্ধান্তের সমর্থন করে, r(ytCt)=0 কারণ এ ধরনের আয় অস্থায়ী ধরনের।

আমাদের দেশের কৃষক, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, পেশাদার (ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক) এবং সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অস্থায়ী আয় বেশি। ফ্রিডম্যানের মতে অস্থায়ী আয় পুরোটা সঞ্চয় হওয়ার কথা। সে মতে আমাদের সঞ্চয়ের হার অনেক বেশি থাকার কথা। কিন্তু সঞ্চয়ের হার মাত্র ৪%, যা স্থায়ী আয় উপসিদ্ধান্তের সত্যতা স্বীকার করে না।

ফ্রিডম্যানের মতে অস্থায়ী আয় পুরোটা সঞ্চয় হওয়ার কথা। সে মতে আমাদের সঞ্চয়ের হার অনেক বেশি থাকার কথা। কিন্তু সঞ্চয়ের হার মাত্র ৪%, যা স্থায়ী আয় উপসিদ্ধান্তের সত্যতা স্বীকার করে না।

উপসংহারে বলা যায়, বাংলাদেশে স্থায়ী আয় উপসিদ্ধান্ত প্রযোজ্য কিনা তা জোর দিয়ে বলতে হলে অবশ্যই বাস্তব গবেষণা প্রয়োজন।

সারসংক্ষেপ

কুজনেটস কেইন্‌সের ভোগ অপেক্ষকের APC>MPC ধারণাটি স্বল্পকালীন অর্থনীতিতে বাস্তবোচিত বলে প্রমাণ করেন কিন্তু দীর্ঘকালে APC=MPC প্রমাণ পান। ফ্রিডম্যানের মতে একজন ব্যক্তির জীবনকালের মানবীয় মূলধন তথা শ্রম আয়ের বর্তমান মূল্য হিসাব করে তাকে আয় প্রাপ্তির হার সুদের হার দ্বারা গুণ করে যে মান পাওয়া যায় তাকে স্থায়ী আয় বলে। প্রতিটি বাণিজ্য চক্রের Trend line সমূহের আয় ও ভোগের সম্পর্ক সূচক বিন্দুসমূহ যোগ করে দীর্ঘকালীন ভোগ রেখা পাওয়া যায়। স্থায়ী আয় উপসিদ্ধান্তে ধরে নেয়া হয়েছে যে, অস্থায়ী আয়ের সঙ্গে অস্থায়ী ভোগের কোনো সম্পর্ক নেই। যা বাস্তবসম্মত নয় বলে অর্থনীতিবিদগণ মত প্রকাশ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

(সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন)

১. Kuznet দীর্ঘকালে প্রমাণ পান,
   ক. APC=MPC
   খ. APC>MPC
   গ. APC<MPC
   ঘ. APC>MPC ওAPC<MPC উভয়ই
২. অস্থায়ী আয় ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে। সত্য/মিথ্যা
৩. ফ্রিডম্যানের মতে অস্থায়ী আয়ের সঙ্গে স্থায়ী আয়ের সম্পর্ক রয়েছে। সত্য/মিথ্যা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ফ্রিডম্যানের তত্ত্বে স্থায়ী ও অস্থায়ী আয় বলতে কি বোঝায়?
২. ফ্রিডম্যানের স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক ব্যাখ্যায় অনুমিত শর্তগুলো কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. স্থায়ী আয় উপসিদ্ধান্ত সমালোচনাসহ আলোচনা করুন।
২. ফ্রিডম্যানের স্থায়ী আয় উপসিদ্ধান্তের মূল বক্তব্য কি? বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে উপসিদ্ধান্তটি আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১. ক ২. সত্য ৩. মিথ্যা